প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৮ ❖ ১ - ৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

তপস্যাকাল : ক্রুশের পথে যাত্রার কাল

ভস্মবাণী ধ্যান-সাধনা ও তপস্যাকাল

পরিত্রাণ রহস্য মন পরিবর্তনের ভিত্তিস্বরূপ

৩৫ তম জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন

ঐশধামে যাত্রার চতুর্থ বার্ষিকী

প্রয়াত খ্রীষ্টফার সমীর গমেজ
জন্ম : ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ মার্চ, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া পূর্বপাড়া, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

দেখতে দেখতে চারটি বছর পার হয়ে গেল, তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার অনন্তধামে আশ্রয় নিয়েছো। তোমার এভাবে হঠাৎ চলে যাওয়াটা আমাদের এখনও কাঁদায়। একটি মুহূর্তের জন্যও আমরা ভুলিনি তোমায়, ভুলবো না কোনদিন। তোমার স্মৃতি চির ভাস্বর আমাদের হৃদয়ে। সুজানা, তোমার আদরের নাতীন 'ভাই, ভাই' বলে এখনও তোমাকে খুঁজে। প্রতিক্ষণে মানসপটে ভেসে ওঠে তোমার আদরমাখা মুখ। তুমি রয়েছ মিশে স্মৃতির পাতায়, তোমার কথায় ও তোমার ভালবাসার স্পর্শে।

প্রয়াত খ্রীষ্টফার অসাধারণ মেধা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে খুব সাধারণ অবস্থা থেকে উচ্চশিখরে পৌছতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের বাবা ছিল সুশিক্ষিত, সৎ, পরিশ্রমী ও নীতিবান মানুষ। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সাহায্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ-এর ফাইন্যান্স ও এডমিনিষ্ট্রেটিভ ডিরেক্টর পদে বহু বছর সেবাদান করে গেছেন। চাকুরীর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও বাবার সরব ভূমিকা ছিল।

বাবা, স্বর্গরাজ্য থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন তোমার শিক্ষা, সততা, কর্মনিষ্ঠতা ও তোমার রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করে তোমাকে আমাদের মাঝে বাঁচিয়ে রাখতে পারি।

– এই কামনায় –
স্ত্রী : সবিতা জসিন্তা গমেজ
ছেলে-ছেলে বৌ : সজল-বীথি, সুজন-সিলভিয়া
মেয়ে-মেয়ে জামাই : স্কলাস্টিকা বৃষ্টি-মামুন
নাতনী : সুজানা, সায়ানা
শোকার্ত পরিবারবর্গ
গ্রাম ও ডাকঘর: রাঙ্গামাটিয়া (মাছইটা বাড়ি)
থানা : কালীগঞ্জ, জেলা : গাজীপুর।

বিজ্ঞ/৫৯/২০

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

পুণ্য তপস্যাকালের পরেই আসছে প্রভু যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান পর্ব বা ইস্টার সানডে। আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক-লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা

যোগাযোগ করুন – বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন ঃ ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ০৮
১ - ৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
১৮ - ২৪ ফাল্গুন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সাগর এস কোড়াইয়া

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.wklypratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ত্যাগী ও আত্মশুদ্ধ হবার সুযোগ আনে তপস্যাকাল

ভস্ম বুধবার দিয়ে শুরু হওয়া তপস্যাকাল খ্রিস্টানদের কাছে সাত সপ্তাহের একটি বিশেষ সময়সীমা যখন তারা যিশুর জীবনের দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা, ক্রুশ বহন ও ক্রুশ মৃত্যুর কথা স্মরণ করে নিজেদের জীবনের পরিবর্তন করতে প্রয়াসী হন। অন্যান্য ধর্মের ভাইবোনদের মত খ্রিস্টানগণও বছরের বিভিন্ন সময় কৃচ্ছতাসাধন ও ত্যাগস্বীকার করলেও এই তপস্যাকালে কৃচ্ছসাধন, ত্যাগস্বীকার ও উপবাস স্বাধীনভাবে করতে খ্রিস্টানদেরকে অনুপ্রাণিত করা হয়। আর তাই ধরা-বাঁধার কোন নিয়ম না থাকলেও অনেকেই ৪০ দিন উপবাস করে থাকেন। কেউ কেউ মাছ-মাংস ত্যাগ করেন। ত্যাগের ফসল সঞ্চিত অর্থ গরীব-দুঃখীদের সাথে সহভাগিতা করেন। ছোট-ছোট এই বৈষয়িক ত্যাগগুলোই সহায়তা করে একজনকে ত্যাগী হয়ে উঠতে। বর্তমানের ভোগবাদী সমাজ ও সংস্কৃতিতে ত্যাগী হয়ে ওঠা মঙ্গলসমাচারীয় সাক্ষ্যদানের মতোই মহৎ ঘটনা। তাই শিশুকাল থেকেই ত্যাগী হবার মনোভাব দান করতে হবে। ত্যাগের ফলে সঞ্চিত সম্পদ গরীব-দুঃখীদের সাথে সহভাগিতা করতে শিশু-কিশোরদের সম্পৃক্ত করতে পিতা-মাতা, শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদ্যোগ নিতে হবে এবং একই সাথে ত্যাগীদের প্রশংসাও করতে হবে। তাতে করে ধীরে-ধীরে ত্যাগ ও সহভাগিতার সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।

পোপ ফ্রান্সিস ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর তপস্যাকালীন বাণীতে লিখেছেন: তপস্যাকাল হচ্ছে মন পরিবর্তনের এক সাক্রামেন্তিয় চিহ্ন। এটি খ্রিস্টানদেরকে আমন্ত্রণ জানায় পরিত্রাণ রহস্যকে আরো গভীর ও মূর্ত করে নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বাস্তব করে তুলতে। তা করতে হবে সর্বোপরি উপবাস, প্রার্থনা ও দান কাজের মধ্য দিয়ে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের বাণীতেও তিনি উল্লেখ করেন, আজকের দিনেও সদিচ্ছা সম্পন্ন নর-নারীদের কাছে আবেদন জানানোর প্রয়োজন আছে, যেন তারা সর্বাপেক্ষা অভাবীদের সঙ্গে তাদের সম্পদ সহভাগিতা করেন দান কর্মের মধ্য দিয়ে। এভাবেই তারা আরও সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার কাজে ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট হন। দয়াপূর্ণ দান আমাদেরকে আরও মানবিক করে তোলে। দৈনন্দিন জীবনে প্রার্থনা একজন ব্যক্তিকে মানবীয় থাকতে সহায়তা করে। প্রার্থনাহীন জীবনে প্রবেশ করে অহংকার, দ্বন্দ্ব, লোভ, পরশ্রীকাতরতা, রেষারেষি, কঠিনতা ইত্যাদি।

তপস্যাকালে প্রার্থনাতে আরো বেশি মনোযোগী হতে হয়। খ্রিস্টীয় জীবনে প্রার্থনা ঐচ্ছিক কোন বিষয় নয়, তা আবশ্যকীয়। প্রার্থনা করা একটি দায়িত্ব। খ্রিস্টানগণ প্রার্থনা করেন এটা জেনে যে, আমরা অযোগ্য হলেও ঈশ্বর আমাদেরকে ভালবাসেন। প্রার্থনার ধরণ যে কোন রকমেরই হতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যেটি আসল বিষয়। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের হৃদয়ের কঠিনতাকে ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো করতে পারি। আর তাই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে নিজের ও অন্যের পূর্ণ মন পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

তপস্যাকালে আমরা যিশুর জীবন অভিজ্ঞতা লাভ করি, তাঁর বাণী ধ্যান ও সহভাগিতা করি। আমাদের মধ্যকার হিংসা-দ্বেষ, মনোমালিন্য, বিবাদ-বিশৃংঙ্খলা, অনৈতিক জীবন-যাপন, ভোগ-বিলাসিতা, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, খ্রিস্টীয় জীবনে উদাসীনতাসহ আরো অনেক মন্দতা পরিহার করে পারস্পরিক সম্মান ও ভালবাসায় সুন্দর খ্রিস্টীয় জীবন গড়ে তুলতে পারি। আলো ও ভাল'কে গ্রহণ করে শুদ্ধ মানুষ হয়ে ওঠাই হোক আমাদের তপস্যা। ✝

মঙ্গলবাণী

"যিশু তাঁকে বললেন, 'এখনকার মত সম্মত হও, কেননা এভাবেই সমস্ত ধর্মময়তা সাধন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন।' তখন তিনি তাঁর কথায় সম্মত হলেন।"- মথি ৪:১৫

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.wklypratibeshi.org

"এসো দেখে যাও"

পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘ

স্নেহের যুবতী বোনেরা,

পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘের পক্ষ থেকে খ্রিষ্টিয় শুভেচ্ছা জানাই। তোমাদের জন্য একটি সুখবর! প্রতিবছরের ন্যায় পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘ "এসো দেখে যাও" প্রোগ্রাম এর ব্যবস্থা করে থাকে। এবারের প্রোগ্রামটি শুরু হবে মার্চ ৩১ আগমন এবং বিদায় হবে এপ্রিলের ৫, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ। পবিত্র ক্রুশের ভগিনীগণ যিশুর আদর্শ অনুকরণে বিশ্বব্যাপী সেবা কাজ করে যাচ্ছে। যদি তুমিও যিশুর এ প্রেরণ কাজে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী আছ তবে তুমি পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘে যোগদান করে বাংলাদেশ ও বিশ্বমন্ডলীতে সেবা দিতে পার। আগ্রহী হলে বর্তমানে যারা এসএসসি পরীক্ষা লিখেছ কিংবা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছো তারা নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পার।

সিস্টার বার্নিতা মাংসাং, সিএসসি

আহ্বান সমন্বয়কারী

মোবাইল: ০১৭৬৪১২৫২২৩; ঢাকা: ০১৭৩১৫৪৯২২১; সিলেট: ০১৭৩২২২৫২৮১;
ময়মনসিংহ: ০১৭৮৮৬৩৪৯৬৬; চট্টগ্রাম: ০১৭২০১২৯৩৯১

বিপ/৬৭/২০

মহাপ্রয়াণে সিস্টার আসুন্তা রোজারিও সিআইসি

সিস্টার আসুন্তা রোজারিও, সিআইসি -এর সংক্ষিপ্ত জীবনী : জন্ম - ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ পারবোর্ণী, বোর্ণী ধর্মপল্লী, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ, পিতা : আন্তনী রোজারিও, মাতা : আন্না গমেজ, পরিবারে ৭ জন ভাইবোনদের মধ্যে তিনি চতুর্থ।

ব্রতীয় জীবন : শ্রদ্ধেয়া সিস্টার আসুন্তা রোজারিও ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ শান্তি রাণী সংঘ-এ প্রবেশ করেন। নব্যালয়ে প্রবেশ করেন- ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ, প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন- ৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ, আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন- ৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ রজত জয়ন্তী পালন করেন- ৫ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করেন- ৬ জানুয়ারি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।

শিক্ষা জীবন : তিনি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ এসএসসি পরীক্ষায় পাশ করেন ও পরে ধর্মীয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি সেলাই এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

প্রৈরিতিক সেবা দায়িত্ব :

১৯৫৯ - ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রুহিয়া, ঠাকুরগাঁও, কসবা, সুইহারি, বনপাড়া, আন্ধারকোটা, মারীয়ামপুর, বোর্ণী,বলদিপুকুর নিজপাড়া, পাথরঘাটা ধর্মপল্লীসমুহে গ্রামে গ্রামে ঘুরেঘুরে প্রত্যক্ষভাবে খ্রিস্টের বাণী প্রচার করেন। ১৯৯৩ – ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি স্বর্গীয় ফাদার চেসকাতো, পিমে এর সহায়তায় কসবা শান্তি রাণী কনভেন্টে থেকে খালপারা, তালপুকুর, মধ্যপাড়া, ভাটপাড়া ও রাজারামপুর বাণী প্রচার করেন।

মৃত্যু ঘটনা : তিনি বয়সের ভারে বেশ কয়েকদিন যাবৎ আসুস্থ থাকা অবস্থায় ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সকাল ৬:২৫ মিনিট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সিস্টার আসুন্তা রোজারিও এর বিশেষ গুণাবলী : তিনি ছিলেন প্রার্থনার মানুষ। ব্যক্তিগতভাবে তিনি অনেক প্রার্থনা করতেন এমনকি তার মৃত্যুর পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত বিছানায় রোজারিমালা ও সাধ্বী মাদার তেরেজার ছবি ছিল। ব্রতীয় জীবনে তিনি ছিলেন নম্র ও বাধ্য। কোন কাজে কখনও অবাধ্য হন নি। কর্তৃপক্ষের আদেশ নির্দেশ তিনি নম্রভাবে গ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন সর্বদা হাসি-খুশি প্রকৃতির মানুষ। গান-বাজনা ও অভিনয়ে ছিলেন পারদর্শী। জীবনের সবটুকু সময় তিনি মফঃস্বলে খ্রিস্টের বাণী প্রচার করেছেন। বয়সের ভারে তিনি যখন আর মফঃস্বলে যেতে পারতেন না সে সময় তিনি দুঃখ পেতেন। এই রকম একজন সিস্টারকে হারিয়ে আমরা সত্যি খুব মর্মাহত। আমরা সিস্টারের জীবনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। - **শোকার্ত : শান্তিরাণী সিস্টারস সম্প্রদায়**

বিপ/৬৪/২০

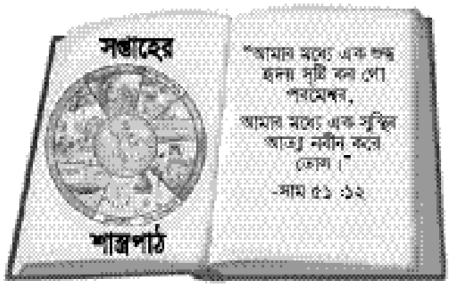

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১ - ৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১ মার্চ, রবিবার

আদি ২: ৭-৯; ৩: ১-৭, সাম ৫১: ১-৪, ১০-১২, ১৫, রোমীয় ৫: ১২-১৯ (অথবা ১২: ১৭-১৯), মথি ৪: ১-১১

২ মার্চ, সোমবার

লেবীয় ১৯: ১-২, ১১-১৮, সাম ১৯: ৭-১০, মথি ২৫: ৩১-৪৬

৩ মার্চ, মঙ্গলবার

ইসাইয়া ৫৫: ১০-১১, সাম ৩৪: ৩-৬, ১৫-১৮, মথি ৬: ৭-১৫

৪ মার্চ, বুধবার

যোনা ৩: ১-১০, সাম ৫১: ১-২, ১০-১১, ১৬-১৭, লুক ১১: ২৯-৩২

৫ মার্চ, বৃহস্পতিবার

এসথার ১৪: ১, ৩-৫, ১২-১৪, সাম ১৩৮: ১-৩, ৮, মথি ৭: ৭-১২

৬ মার্চ, শুক্রবার

এজেকিয়েল ১৮: ২১-২৮, সাম ১৩০: ১-৮, মথি ৫: ২০-২৬

৭ মার্চ, শনিবার

২য় বিবরণ ২৬: ১৬-১৯, সাম ১১৯: ১-২, ৪-৫, ৭-৮, মথি ৫: ৪৩-৪৮

সাধ্বী পের্পেতুয়া ও ফেলিচিতা, ধর্মশহীদদ্বয়ের স্মরণ দিবস

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১ মার্চ, রবিবার

+ ১৯৯১ সিস্টার এম কর্ণেলিয়াস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২ মার্চ, সোমবার

+ ১৯৮৫ সিস্টার এম বার্ণার্ড আরএনডিএম
+ ২০০৬ সিস্টার মেরী সান্ত্বনা এসএমঅরএ (ঢাকা)

৪ মার্চ, বুধবার

+ ১৯১৫ ফাদার হিউবার্ট পিটার্স সিএসসি
+ ১৯৪৪ ফাদার রেমন্ড ম্যাসার্ট সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৫৫ সিস্টার মেরী কলেট পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৬৫ ফাদার জন হেনেসি সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৭ ব্রাদার ম্যাথিও যোসেফ গারা সিএসসি

৫ মার্চ, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৯৬ সিস্টার ভির্জিনিয়া তাভের্ণা এসসি (খুলনা)

৬ মার্চ, শুক্রবার

+ ১৯৬০ সিস্টার এম করোনা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭২ বিশপ যোসেফ ওবের্ট পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৩ ফাদার জাঁ-দরিস মার্কোট সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৭ মার্চ, শনিবার

+ ১৯৭১ ফাদার রিচার্ড ডি. প্যাট্রিক সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফাদার রবার্ট লাভয় সিএসসি (চট্টগ্রাম)

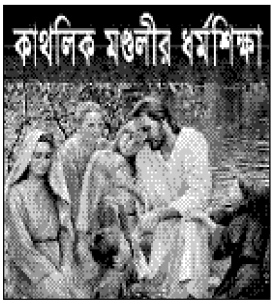

॥খ॥ আনুষ্ঠানিক উপাসনা কি ভাবে হয়?

চিহ্ন ও প্রতীক

১১৪৫ সংস্কারীয় অনুষ্ঠান বিভিন্ন চিহ্ন ও প্রতীক সম্বলিত। পরিত্রাণের ঐশ শিক্ষার পদ্ধতি অনুসারে প্রতীক ও চিহ্নসমূহের তাৎপর্য সৃষ্টিকর্মের এবং মানব-সংস্কৃতির মধ্যে প্রোথিত হয়ে আছে, যা প্রাক্তনসন্ধির ঘটনাবলী কর্তৃক পূর্বনির্দেশিত এবং যা যিশু খ্রিস্টের ব্যক্তিসত্তা ও কার্যাবলীতে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত।

১১৪৬ : মানব জগতের চিহ্ন ও প্রতীক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। একই সাথে দেহ ও আত্মা দ্বারা গঠিত বলে মানুষ বাহ্যিক চিহ্ন ও প্রতীকের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সত্তা দেখে ও প্রকাশ করে। সামাজিক প্রাণী হিসেবে চিহ্ন ও প্রতীকসমূহ মানুষের প্রয়োজন যাতে সে ভাষা, অঙ্গভঙ্গি ও কার্যকলাপের মাধ্যমে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের বেলায়ও এ কথা সত্য।

১১৪৭ : ঈশ্বর দৃশ্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর সৃষ্ট বিশ্বের বস্তুজগত মানুষের বুদ্ধিমত্তার নিকট এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, মানুষ সেখানে তার সৃষ্টিকর্তার পরিচয় খুঁজে পায়। আলো ও অন্ধকার, অগ্নি ও বায়ু, পৃথিবী ও জল, বৃক্ষ ও তার ফলরাশি ঈশ্বরের বিষয়ে কথা বলে এবং এগুলো তাঁর মহত্ব ও নিকটত্ব উভয়েরই প্রতীক-চিহ্ন।

১১৪৮ : সৃষ্টবস্তু হিসেবে এই দৃশ্যগুলো পরমেশ্বরের কার্যাবলী প্রকাশ করার সুন্দর মাধ্যম হতে পারে। পরমেশ্বরই মানুষকে এবং পূজারী মানুষের কার্যাবলীকে পবিত্র করেন। মানুষের সামাজিক জীবন থেকে নেয়া চিহ্ন ও প্রতীকসমূহের বেলায় একই কথা খাটে; ধৌত করা ও তেল লেপন করা, রুটি খণ্ডন করা ও দ্রাক্ষারস সহভাগিতা করা ঈশ্বরের পবিত্রকারী উপস্থিতি এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে।

১১৪৯ : মানব জাতির বৃহৎ ধর্মগুলো অনেক সময় বেশ জোরালোভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডীয় ও প্রতীকী তাৎপর্যের সাক্ষ্য বহন। মাণ্ডলিক উপাসনা অনুষ্ঠানে সৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করা হয়, সমন্বিত করা হয় এবং পবিত্র করা হয়। খ্রিস্টমণ্ডলীর উপাসনা-অনুষ্ঠানে এগুলো প্রসাদ-চিহ্নের এবং খ্রিস্টে নবসৃষ্টির মর্যাদা লাভ করে।

১১৫০ : সন্ধির চিহ্নসমূহ: মনোনীত জনগণ ঈশ্বরের কাছ থেকে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট চিহ্ন ও প্রতীক লাভ করেছে যা তাদের আনুষ্ঠানিক উপাসনার জীবনকে চিহ্নিত করে। এ সমস্ত এখন আর শুধুমাত্র বিশ্বসৃষ্টির বা সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের উৎসব-অনুষ্ঠান নয়; বরং এগুলো হচ্ছে সন্ধির চিহ্নাবলী, তাঁর জনগণের প্রতি পরমেশ্বরের মহৎ কার্যাবলীর প্রতীকসমূহ। প্রাক্তন সন্ধিতে আনুষ্ঠানিক উপাসনার চিহ্নগুলোর মধ্যে রয়েছে পরিচ্ছেদন, রাজাদের ও যাজকদের তেল-অভিষেক ও আত্মনিবেদন, হস্ত স্থাপন, বলিদানসমূহ এবং সর্বোপরি নিস্তার-উৎসব। খ্রিস্টমণ্ডলী এই চিহ্নগুলোকে নব সন্ধির সংস্কারসমূহের পূর্বচ্ছবি রূপে দেখে থাকে।

১১৫১: খ্রিস্ট কর্তৃক গৃহীত চিহ্নাবলী। প্রভু যিশু তাঁর প্রচার কাজে প্রায়শঃ সৃষ্টির চিহ্নাবলী ব্যবহার করেছেন যাতে ঐশরাজ্যের রহস্য প্রকাশ পায়। তিনি আরোগ্য দান করেন এবং বাহ্যিক চিহ্ন বা প্রতীকী অঙ্গভঙ্গি দ্বারা তিনি তাঁর প্রচার কাজ ব্যক্ত করেন। প্রাক্তনসন্ধির চিহ্ন ও কার্যাবলীতে তিনি নতুন তাৎপর্য আরোপ করেন, বিশেষ করে "মহাযাত্রা" এবং নিস্তার পর্বোৎসবের ব্যাপারে কারণ তিনি নিজেই এ সকল চিহ্নের তাৎপর্য॥ ❑

ফাদার তুষার ফিলিপ গমেজ

প্রায়শ্চিত্তকালের ১ম রবিবার ('ক' পূজনবর্ষ)

মূলভাব: জীবনের পরীক্ষা প্রলোভনকে জয় শুদ্ধতায় পরিচয়

১ম পাঠ : আদি ২: ৭-৯; ৩ ১-৭
২য় পাঠ : রোমীয় ৫: ১২-১৯;
মঙ্গলসমাচার : মথি ৪: ১-১১

কপালে মেখে ছাই; প্রায়শ্চিত্তকালে প্রার্থনা, উপবাস ও দয়ার কাজ করে যাই। প্রায়শ্চিত্তকালে আমরা যিশুর সঙ্গে যাত্রা করি। যিশু মরুপ্রান্তরে চল্লিশ দিন শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিলেন। যিশুর এই মরুপ্রান্তরে যাত্রা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ত্যাগ ও কষ্টের পথ হল খ্রিস্টীয় জীবনের আসল পথ। তাই প্রায়শ্চিত্তকাল হল আমাদের জন্য বিশেষ একটি সুযোগ। এ সময়ে আমরা নিজেদের মনোভাব, জীবনের ধারার গতিবিধি পর্যালোচনা করে দেখি, আমাদের জীবন ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে কি না? ব্যক্তি জীবনে ধর্মনিষ্ঠার পরীক্ষা ও প্রলোভনকে জয় করার আহ্বান জানিয়ে আজকের উপাসনা আমাদেরকে মরুপ্রান্তরে যিশুর প্রলোভনকে জয় করার বিষয়ে ধ্যান করার নির্দেশ দিচ্ছেন। প্রলোভন হচ্ছে যা মানুষকে পাপের দিকে ধাবিত করে, প্ররোচিত করে। তবে প্রলোভনই পাপ নয়। প্রলোভন আমাদের জীবনকে আরও শুদ্ধ করে, আরও খাঁটি করে। প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রলোভন আসে। তেমনিভাবে যিশুর জীবনেও পরীক্ষা প্রলোভন এসেছে। কিন্তু তিনি শত প্রলোভনেও অবিচল ছিলেন। পবিত্র আত্মার শক্তি ও প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি জয়লাভ করেছেন। আমরাও যিশুর জীবনের শিক্ষা থেকে আমাদের জীবনে শত প্রলোভনে বিজয়ের নিশ্চয়তা পেয়েছি। যিশু পূর্ণ মানুষ হিসেবে নিজ জীবনে প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েও পিতার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি প্রলোভনে পতিত হননি। পিতার প্রতি যিশুর বাধ্যতা ও বিশ্বস্ততা আমাদের প্রেরণা ও শক্তির উৎস।

মরুপ্রান্তরে যিশুর পরীক্ষার ঘটনা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, আমরা পবিত্র আত্মার শক্তিতে বলীয়ান। পবিত্র আত্মার উপর আস্থা রেখে যখন আমাদের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন আমরা ঐশ সন্তানের উপযুক্ত হয়ে ওঠি। আর তখনই আমরা পারস্পরিক ভালোবাসার শক্তি লাভ করি। প্রতিদিন আমরা ছোট বড় অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি। সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নিজ খেয়াল বা জনমতের দ্বারা অথবা নিজের খুশির বশে চলা সহজ ব্যাপার। কিন্তু আমরা স্বাধীন হলে দায়িত্বশীল সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে, কাজেকর্মে, সম্পর্কে ও মনোভাবে তা প্রকাশ করতে পারি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমরা পিতার প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশ করি। পবিত্র আত্মার বশ্যতা স্বীকার করলে আমাদের সিদ্ধান্তগুলো সুস্পষ্ট হয় এবং নিজ জীবন আহ্বান অনুযায়ী আত্মনিবেদন করতে এবং নিষ্ঠাবান হতে শক্তি লাভ করি।

আজকের মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখি, যিশু শয়তানের দ্বারা প্রলোভিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি সেই প্রলোভনকে প্রশ্রয় দেননি; বরং দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন, 'দূর হও শয়তান!' পক্ষান্তরে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যিশু মরুপ্রান্তরে উপবাসের মাধ্যমে তাঁর ধর্মনিষ্ঠার পরীক্ষা জয় করেছেন। তিনটি প্রলোভন হচ্ছে-

প্রথম পরীক্ষায় শয়তান ক্ষুধার্ত অবস্থায় লোভ দেখিয়েছেন: যিশু ঈশ্বর পুত্র। তাঁর ক্ষমতা আছে। অন্যদিকে শয়তান যখন দেখলেন তিনি ক্ষুধার্ত তখনই প্রলোভন দেখালেন- পাথরকে রুটি বানিয়ে খাও অর্থাৎ যিশু যেন অলৌকিক শক্তিতে নিজের শারীরিক প্রয়োজন মিটিয়ে নেন। তাঁর ক্ষমতা তো ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিস্বার্থে, আত্মতুষ্টির জন্য নয়। তাঁর লক্ষ্য ছিল মানুষের মুক্তি।

দ্বিতীয় পরীক্ষায় শয়তান ঈশ্বরকে পরীক্ষা করতে বলেছেন: শয়তানের পূজা করা অর্থাৎ ঈশ্বরকে, পিতাকে বাদ দিয়ে জাগতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দখল বা সম্পদকে জীবনে প্রথম স্থান দেওয়া। কিন্তু যিশুর লক্ষ্য ছিল সবকিছুর উপরে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া।

তৃতীয় পরীক্ষায় শয়তান জাগতিকতার মোহ ও শয়তানের পূজা করতে বলেছেন: শয়তানের বশ্যতা স্বীকার করা অর্থাৎ অসৎ উপায়ে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য নিজেকে প্রকাশের কৌশল। নিজের ক্ষমতা, নিজের কাজ দিয়ে শুধু পার্থিব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু যিশুর লক্ষ্য ছিল পরম পিতার প্রভুত্ব স্বীকার করা এবং তাঁরই আরাধনা করা। যিশু কিন্তু এই পরীক্ষা প্রলোভন পবিত্র আত্মার শক্তিতে জয় করেছেন। তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরিচালিত হয়েছেন। তিনি প্রতিটি প্রলোভনে শাস্ত্র থেকে উক্তি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ পবিত্র আত্মার নির্দেশে চলেছেন এবং শাস্ত্রের বাণী দিয়ে মন্দতা জয় করেছেন।

আজকের দিনে আমাদের কাছেও একই আহ্বান। আমাদের ব্যক্তি জীবনে ও জাগতিকতার মধ্যে এমন পরীক্ষা প্রলোভন যখন প্রতিনিয়ত আসে। তখন আমরাও যেন পবিত্র আত্মার শক্তিতে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে পারি। আমাদের জীবনে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুধা ও লোভ রয়েছে। সেটা হতে পারে; সম্পদের, ক্ষমতার, পদমর্যাদার, সম্মানের। তাছাড়াও অভ্যন্তরীণ ইচ্ছাশক্তি, বুদ্ধিশক্তি, বিভিন্ন ধরনের প্রতিভার অপব্যবহার করে নিজের স্বার্থ রক্ষা করে চলা। এই ক্ষুধা ও লোভের প্রলোভনে বাহ্যিক ক্ষমতা ও অসাধুতা ব্যবহার করে নিজ স্বার্থে, আত্মতুষ্টির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। আমাদের ধন-সম্পত্তি জীবনের জন্য প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রলোভনে পতিত হয়ে ধন-সম্পত্তিকে জীবনের কেন্দ্র করা, পূজা করা, ঈশ্বরকে জীবন থেকে বাদ দেওয়া কখনই আমাদের মুক্তি এনে দিতে পারে না। নিজের সুনাম বা খ্যাতির জন্য অনেক সময় সহজ পথ বেছে নেওয়া হয়। অন্যেরা বলা সত্ত্বেও অনেক সময় মন্দ পথে চলতে দ্বিধা করছি না। অন্যদের খুশি করতে অন্যায়ের বা মন্দ পথ অবলম্বনের প্রবণতার কাছে মাথা নত করছি। নিজেকে অহংকারী করে তুলছি। এভাবেই জীবন চলার পথে অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষা প্রলোভন দৈনন্দিন জীবন-যাপনে আমাদের চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড় করিয়ে দেয়।

তখন আমাদেরকে যেমন সঠিক পথটি বেছে নিতে হয়। তেমনি জীবনের সংকটময় পরিস্থিতিতে আমাদের চিন্তা করতে হয়- কোন পথটি আমাকে যিশুর পথে নিয়ে যাবে। তাঁর আপনজন এবং তাঁর মতোই করে তুলবে। পবিত্র আত্মার সহায়তায় সেই পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। আমরা সুনিশ্চিত জানি যে, একমাত্র যিশুর পথই দুঃখকে আনন্দে, অন্ধকারকে আলোতে এবং নশ্বর সমস্ত কিছুকে অবিনশ্বরতায় রূপান্তরিত করতে পারে। তাই এই প্রায়শ্চিত্তকালের শুরুতে শত পরীক্ষা প্রলোভনে আমরা যেন আমাদের হৃদয় মন প্রস্তুত করি এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে তাঁকে আমাদের অন্তরে গ্রহণ ও উপলব্ধি করতে পারি। পিতা পরমেশ্বর যেন আমাদের সেই অনুগ্রহ দান করেন॥ ❑

তপস্যাকাল ২০২০ উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

"খ্রিস্টের নামে আমরা এখন একান্ত আবেদন জানাচ্ছিঃ তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও" (২ করি. ৫:২০)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

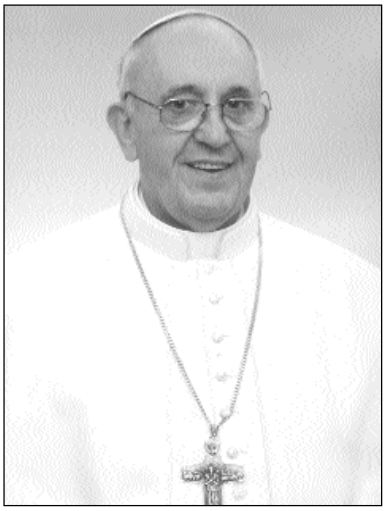

প্রভু এবছর আরও একবার নবায়িত অন্তরে যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের রহস্য উদ্‌যাপনের প্রস্তুতির জন্য একটি মোক্ষম সময় আমাদের দিয়েছেন। এই খ্রিস্টই হচ্ছেন আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত খ্রিস্টীয় জীবনের ভিত্তি। অন্তরে-মনে আমাদেরকে অবশ্যই বার বার এই রহস্যের কাছে ফিরে আসতে হবে; কেননা, এটি আমাদের সত্তার গভীরে সেই মাত্রায় বৃদ্ধি পেতে থাকবে, যে মাত্রায় আমরা এই রহস্যের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার বিষয়ে উন্মুক্ত থাকব এবং যে মাত্রায় আমরা মুক্ত মনে আর উদারতা নিয়ে এই রহস্যে সাড়া দান করব।

১) পরিত্রাণ রহস্য মন পরিবর্তনের ভিত্তি স্বরূপঃ

যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের আনন্দ-বার্তা শ্রবণ ও গ্রহণের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয় খ্রিস্টীয় আনন্দ। এই 'শিক্ষা' সেই ভালবাসার রহস্যকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করে, যে ভালবাসা "এত বাস্তব, এত সত্য, এত খাঁটি যে, এটি আমাদেরকে মুক্ত-মনের সম্পর্কে প্রবেশে এবং ফলশালী সংলাপে আমন্ত্রণ জানায়" *(Christus Vivit, 117)*। এই শুভ বার্তা যে বিশ্বাস করে, সে সেই মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে, যে মিথ্যা ব'লে বেড়ায় 'জীবনটা যেহেতু আমাদেরই, তাই এই জীবনকে নিয়ে যা ইচ্ছা, তা-ই করতে পারি আমরা'। কিন্তু আসলে, আমাদের পিতা ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে, আমাদেরকে অফুরন্তভাবে জীবনদানের *(দ্রষ্টব্য, যোহন ১০:১০)* তাঁর ইচ্ছা থেকেই আমাদের জীবন জন্ম নেয়। এর বিপরীতে আমরা যদি "মিথ্যার জনক" *(যোহন, ৮:৪৪)*-এর প্রলুব্ধকারী কণ্ঠস্বর শুনি, তবে আমরা অর্থহীনতার রসাতলে নিমজ্জিত হওয়ার ঝুঁকি মাথায় নেই এবং এই পৃথিবীতেই নরকের অভিজ্ঞতা করি; ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক মানব জীবনের করুণ ঘটনাবলী দুঃখজনকভাবে সেটির সাক্ষ্যই তো বহন করে।

এবার ২০২০ খ্রিস্টবর্ষে আমি প্রত্যেকজন খ্রিস্টানের সাথে সেটিই সহভাগিতা করতে চাই, যা আমি যুবক-যুবতীদের উদ্দেশে লেখা "খ্রিস্ট জীবিত" নামক পালকীয় প্রেরণাপত্রে উল্লেখ করেছিঃ "ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টের প্রসারিত দু'টি বাহুর দিকে তোমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ কর; বার বার মুক্তির স্বাদ নাও। আর যখন তুমি পাপস্বীকার করতে যাও, তখন এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করো যে, তাঁর অনুগ্রহই তোমাকে তোমার সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্তি দেয়। অনুধ্যানে বুঝতে চেষ্টা কর- কী গভীর ভালবাসার কারণে তাঁর রক্ত ঝরে পড়ছে; সেই রক্ত-ধারায় নিজেকে পরিশুদ্ধ হতে দাও। এভাবেই তুমি পুনর্জন্মলাভে নবায়িত হবে" (নম্বর ১২৩)। যিশুর দেওয়া পরিত্রাণ অতীতের কোন ঘটনা নয়; বরং পবিত্র আত্মার শক্তিতে এটি চির-বর্তমান, যা আমাদেরকে বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে কষ্টভোগীদের মধ্যে যিশুর অবয়ব দেখতে ও স্পর্শ করতে সমর্থ ক'রে তোলে।

২) মন পরিবর্তনের তাড়া

পরিত্রাণ রহস্যকে নিয়ে আরও গভীরভাবে ধ্যান করা ভাল; এই রহস্যের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের উপর বর্ষিত হয়। আসলে, ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত প্রভুর সাথে "সামনা সামনি" সম্পর্কের মধ্য দিয়েই শুধুমাত্র ঐশ অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা করা যায়, যে প্রভু "আমাকে ভালবেসেছেন এবং আমার জন্য আত্মদান করেছেন" *(গালাতীয় ২:২০)*। এই অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা করা যায় দুই বন্ধুর হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপনে। সেই কারণেই তপস্যাকালে প্রার্থনা এত গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি, প্রার্থনা করা একটি দায়িত্ব; কিন্তু এখানে এটি দায়িত্ব পালনের চেয়েও বেশি কিছু; এটি ঈশ্বরের ভালবাসায় আমাদের সাড়াদানের প্রয়োজনের অভিব্যক্তি, যে ভালবাসা সব সময়ে আগে প্রকাশিত হয়, যে ভালবাসা আমাদেরকে বহন ক'রে চলে। খ্রিস্টানগণ প্রার্থনা করেন এটা জেনে যে, আমরা অযোগ্য হলেও ঈশ্বর আমাদেরকে ভালবাসেন। প্রার্থনার ধরণ যে কোন রকমেরই হতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যেটি আসল বিষয়, তা হচ্ছে, এটি আমাদেরকে অন্তর-গভীরে নাড়া দেয় এবং হৃদয়ের কঠিনতাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো ক'রে দেয়। এতে যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি ক'রে ঈশ্বর এবং তাঁর ইচ্ছার দিকে আমাদের পূর্ণ মন পরিবর্তন ঘটে।

তাই এই অনুকুল সময়ে আমরা তেমন ক'রে নিজেদের পরিচালিত হ'তে দিতে পারি, যেমনটি ইস্রায়েল জাতির মানুষ করেছিল মরুভূমিতে *(দ্রষ্টব্য, হোসেয়া ২:১৪)*, যাতে ক'রে আমরা অন্ততঃ আমাদের প্রণয়ীর কণ্ঠস্বর শুনতে পারি এবং আমাদের হৃদয়-গভীরে এই কণ্ঠস্বরকে

ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'তে দিতে পারি। আমরা যত বেশি ক'রে তাঁর বাণীর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবো, তত বেশি ক'রে আমরা তাঁর অনুগ্রহ অভিজ্ঞতা করতে পারব, যা তিনি বিনামূল্যে দান করেন। আমরা যেন এই অনুগ্রহের সময়টিকে বৃথা অতিবাহিত হ'তে না দেই- এই অলীক কল্পনায় যে, আমরা নিজেরাই তো তাঁর প্রতি আমাদের মন পরিবর্তনের সময় ও উপায় ঠিক ক'রে নিতে পারব।

৩) আপন সন্তানদের সাথে সংলাপে ঈশ্বরের প্রগাঢ় ইচ্ছা

ঈশ্বর আমাদেরকে মন পরিবর্তনের জন্য একটা অনুকূল সময় দিবেন- এ বিষয়টি 'এটি এমন আর কি?' ব'লে মনে করা আমাদের কখনই উচিৎ নয়। এই নতুন সুযোগটিকে বরং আমাদের মনে একটি কৃতজ্ঞতাবোধ জাগিয়ে তোলার এবং আমাদের আলস্যকে ঝাঁকুনি দেয়ার কাজে লাগানো উচিৎ। আমাদের জীবনে, মাণ্ডলিক জীবনে এবং এই পৃথিবীতে কখনও কখনও দুর্ভাগ্যজনকভাবে মন্দতার উপস্থিতি থাকলেও জীবন পরিবর্তনের এই সুযোগ আমাদেরকে ব'লে দেয়ঃ মুক্তির সংলাপে ঈশ্বরের অটল ইচ্ছা কখনও বিঘ্নিত হবে না। যিনি নিজে কোন পাপ করেননি, কিন্তু আমাদের মঙ্গলের জন্য যাকে মূর্ত পাপ ক'রে তোলা হয়েছিল *(দ্রষ্টব্য, ২ করিন্থীয় ৫:২১)*, সেই ক্রুশবিদ্ধ যিশুতে পরম পিতা আমাদের মুক্তিদানের ইচ্ছায় আমাদেরই পাপের দায়ভার তাঁর পুত্রের উপর দিয়েছিলেন। আর এভাবেই, পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের কথায় "ঈশ্বর নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন" *(Deus Caritas Est, 12)*। কারণ ঈশ্বর তাঁর শত্রুদেরও ভালবাসেন *(দ্রষ্টব্যঃ মথি ৫:৪৩-৪৮)*।

ঈশ্বর তাঁর পুত্রের পরিত্রাণ-রহস্যের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের সাথে যে সংলাপ রচনা করতে চান, এর সাথে অনর্থক অন্তঃসার শূন্য কথাবার্তার কোন সম্পর্ক নেই-যেমনটি প্রাচীন এথেন্সবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা "আনকোরা নতুন যে কোন কিছুরই সম্বন্ধে কথা বলত কিংবা শুনত" *(শিষ্যচরিত ১৭:২১)*। এই ধরণের অন্তঃসারশূন্য কথাবার্তা ফাঁপা এবং হালকা কৌতুহলের কারণেই হয়, জাগতিকতার বৈশিষ্ট্যধারী এ বিষয়টি যুগে যুগে চলে আসছে। আমাদের যুগে গণমাধ্যমের অনুপযুক্ত ব্যবহারে এটির প্রকাশ ঘটতে পারে।

৪) প্রাচুর্য সহভাগিতার জন্য, নিজের স্বার্থে কুক্ষিগত ক'রে রাখার জন্য নয়

পরিত্রাণ রহস্যকে আমাদের জীবনের কেন্দ্রে রাখার মানে হচ্ছে ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টের ক্ষতগুলোর প্রতি একটি মমতাময় অনুভূতি। এই ক্ষতগুলো বিদ্যমান রয়েছে যুদ্ধে নিরীহ ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে, জন্ম না নেওয়া মানব শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত- যাদের জীবন আক্রান্ত ও নানা সহিংসতার শিকার, তাদের মধ্যে। সেই ক্ষতগুলো একইভাবে বিদ্যমান পরিবেশগত দূর্যোগে, বিশ্বের সম্পদের অসামঞ্জস্যপূর্ণ বন্টনে, সব ধরণের মানব পাচারে, লাগামহীন মুনাফা লাভের তৃষ্ণায়- যা কি-না এক ধরণের পৌত্তলিকতা।

আজকের দিনেও সদিচ্ছা সম্পন্ন নর-নারীর কাছে আবেদন জানানোর প্রয়োজন আছে, যেন তাঁরা সর্বাপেক্ষা অভাবীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পদ সহভাগিতা করেন দান কর্মের মধ্য দিয়ে। এভাবেই তাঁরা আরও সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার কাজে ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট হন। দয়াপূর্ণ দান আমাদেরকে আরও মানবিক ক'রে তোলে; পক্ষান্তরে, মজুদদারী স্বভাব আমাদের কম মানবিক হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়, নিজেদের স্বার্থপরতায় আমাদের বন্দী ক'রে রাখে। আমরা আরও সামনে এগিয়ে যেতে পারি, আর আমাদের উচিতও সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামোগত দিকটা নিয়ে ভাবা। এ জন্যই এ বছরের তপস্যাকালে ২৬ থেকে ২৮ মার্চ আমি আসিসিতে নবীন অর্থনীতিবিদ, উদ্যোক্তা, সংস্কারকদের নিয়ে একটি সভা আহ্বান করেছি, যেটির উদ্দেশ্য হচ্ছে আরও ন্যায্য আর অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনীতির অবয়ব তৈরী করা। মণ্ডলীর শিক্ষায় বার বার বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক জীবন হচ্ছে একটি বিশিষ্ট দানশীলতার প্রকাশ *(দ্রষ্টব্য, পোপ ১১শ পিউস, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাথলিক ছাত্র-ছাত্রীদের ফেডারেশন-এর উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ, ১৮ ডিসেম্বর ১৯২৭)*। একই কথা প্রযোজ্য অর্থনৈতিক জীবনের জন্য, যেটির দিকে একই মঙ্গলসমাচারীয় চেতনায় তাকানো যায়- অষ্টকল্যাণ বাণীর চেতনায়।

পবিত্রতমা মারীয়ার কাছে আমি অনুরোধ রাখি, তিনি যেন প্রার্থনা করেন, যাতে তপস্যাকালের এই উদ্‌যাপন ঈশ্বরের ডাক শুনবার জন্য আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত ক'রে দেয়- আমরা যেন তাঁর সাথে পুনর্মিলিত হ'তে পারি, যেন আমরা আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখতে পারি পরিত্রাণ-রহস্যের উপর, যেন তাঁর সাথে আমরা একটি উন্মুক্ত ও আন্তরিক সংলাপের উদ্দেশে আমাদের মনের পরিবর্তন ঘটাই। এভাবেই আমরা তেমনটি হয়ে ওঠতে পারবো, যেমনটি খ্রিস্ট নিজেই শিষ্যদের হতে বলেছিলেন : পৃথিবীর লবণ এবং জগতের আলো *(দ্রষ্টব্য, মথি ৫:১৩-১৪)*।

পোপ ফ্রান্সিস

রোম, সাধু জন লেটারান মহামন্দির, ৭ অক্টোবর ২০১৯

(জপমালা রাণীর পর্বদিবস)

তপস্যাকাল : ক্রুশের পথে যাত্রার কাল

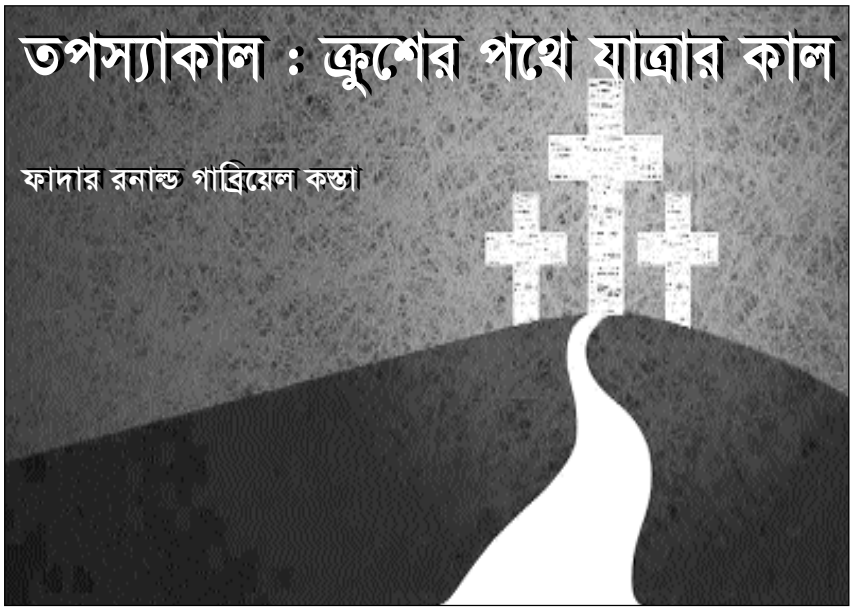

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

তপস্যাকাল হল মন পরিবর্তনের কাল। উপবাস, প্রার্থনা, দয়ার কাল। তপস্যাকাল হল ক্রুশের পথে যাত্রার কাল। প্রভু যিশুখ্রিস্ট নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের জন্য ক্রুশ বহন করেছেন। মৃত্যুবরণ করেছেন। শেষে তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। আমরাও যেন দৈনন্দিন জীবনে আমাদের ক্রুশ বহন করতে পারি। যিশুর ক্রুশের কথা স্মরণ করে নিজেদের জীবনের ক্রুশ বহন করে যাত্রা করতে পারি।

আমরা সবাই অবগত আছি একসময় ক্রুশ ছিল ঘৃণার প্রতীক। এই ক্রুশে প্রভু যিশু মৃত্যু বরণ করে তাকে করে তুলেছেন সম্পূর্ণ পবিত্র। এই ক্রুশই হয়ে ওঠেছে গৌরব ও বিজয়ের প্রতীক। কথায় আছে ক্রুশ নেই তো, বিজয় নেই। আমরা সবাই জয়ী হতে চাই। জয়ী হতে হলে আমাদের জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট আছে তা এড়িয়ে না গিয়ে তা সহ্য করে সামনের দিকে যাত্রা করতে হয়। এই ক্রুশের মধ্য দিয়েই আমাদের সক্ষমতা প্রকাশ পায়। "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক *(মথি ১৬ঃ২৪)*।"

যখন জীবনে ভালবাসা থাকে তখন যত কষ্টই থাকুক না কেন এগিয়ে যাওয়া যায়। ভালবাসা হল শক্তি। এই শক্তির মধ্য দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হয়। এই তপস্যাকাল হল আমাদের আবিষ্কারের সময়। আমাদের অন্তর গভীরে প্রবেশের সময়। আমাদের মধ্যে যে ক্ষত রয়েছে তা আবিষ্কার করে যেন নিরাময় করি। যিশুর সাথে সাথে যাত্রা করি। যিশুর সাথে যাত্রা করার অর্থ হল তাঁর সান্নিধ্যে থাকা। তাঁকে অনুসরণ করা। উপবাস কথার অর্থ হল যিশুর কাছে বা নিকটে থাকা। উপবাস শুধুমাত্র না খেয়ে থাকা নয়। যখন আমরা পাপ করি তখন পঞ্চইন্দ্রিয়ের সুখ লাভ করি। তখন আপাতত ভাল মনে হয়। যখন পাপটা ত্যাগ করি তখন আমাদের কষ্ট হয়। এই যে কষ্ট স্বীকার করি এটাই হল আমাদের জীবনের ক্রুশ।

সাধু পল ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টকে নিয়ে সবসময় চিন্তা করেছেন। তাঁর কথা প্রচার করেছেন। তাই তার জীবনে যে সকল দুঃখ কষ্ট এসেছে তা জয় করতে পেরেছেন। কারণ তিনি ক্রুশের পথে যাত্রা করেছেন। সাধু-সাধ্বীদের জীবনেও লক্ষ্য করা যায় অনেক নির্যাতন এসেছে। তবুও তারা নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে গিয়েছেন। কারণ তারাও ক্রুশের পথে যাত্রা করেছেন। তাদের জীবনে বিপদ এসেছে, চরম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তবুও তারা পিছু হটেন নি। কারণ তারা ক্রুশকে ভালবেসেছেন। জীবনের সঙ্গী করেছেন। ক্রুশের দিকে তাকিয়ে শক্তি পেয়েছেন। অন্যদেরও ক্রুশের পথে যাত্রা করতে উৎসাহিত করেছেন।

যিশু যখন কালভারী পর্বতে গমন করেছেন তখন অনেকবার যাত্রার সময় মাটিতে পড়ে গিয়েছেন। সৈন্যদের নির্যাতন, চাবুকের কষাঘাত সহ্য করেছেন। ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরে এগিয়ে গিয়েছেন এবং ক্রুশের পথে যাত্রা করেছেন। আমাদের প্রত্যেকের আদর্শ আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট। আমরা যখন ক্রুশের দিকে তাকাই তখন তাঁকে দেখি। যখন ক্রুশের পথে যাত্রা করি তাঁকে অনুসরণ করি। পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলি।

আমরা কপালে ভস্ম মেখে তপস্যাকালের যাত্রা শুরু করেছি। ভস্ম হল অনুতাপের চিহ্ন। আমরা অনুতাপ করি যেন গত জীবনের কাজকর্ম পরিত্যাগ করতে পারি। জীবনকে আবার নতুনভাবে সাজাতে পারি। যোহন মরু প্রান্তরে ঘোষণা করে চলেছেন- তোমরা মন ফেরাও, স্বর্গরাজ্য কাছেই। তিনি আমাদের মন পরিবর্তনের আহ্বান করেন। তিনি উঁচু-নিচু সমান করারও আহ্বান জানান। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে উঁচু - নিচু পথ রয়েছে। আমরা যখন অহংকারী হই তখন আমাদের জীবনে উঁচু পথ অবলম্বন করি। যখন আমাদের কাছে টাকা-পয়সা ধনদৌলত, জমি জমা, বাড়ি গাড়ি, বড় চেয়ার থাকে তখন আমরা অন্যদের মানুষ বলে গণ্য করি না। তাদের হেয় প্রতিপন্ন করি। আমি সবসময় উঁচুতে থাকতে চাই। এই উঁচুকে সমান করতে হয়। আমাদের মধ্যে যে দাম্ভিকতা রয়েছে তা চূর্ণ করতে হয়। নম্রতার ভূষণে নিজেকে সাজাতে হয়। যখন আমার অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও নম্র হতে পারি। সবাইকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করতে পারি। তখনই থেকেই আমি ক্রুশের পথে যাত্রা করি।

সমাজে যখন আমরা বসবাস করি তখন অন্যদের সাথে ছোট খাট বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে চিন্তা করি আমি তো দোষ করি নি। আমি কেন তার সাথে কথা বলব। আমি কেন এগিয়ে যাব। নম্র মানুষ, সাহসী মানুষ। সবাই নম্র হতে পারে না। নম্র হওয়ার জন্যে বিশেষ শক্তির প্রয়োজন। যেই দোষ করুক না কেন বা দোষী হোক না কেন প্রথমে আমিই যেন উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে যাই। তার সাথে মিলন ঘটাই। কারণ মিলনেই আনন্দ। প্রভু যিশু এসেছেন মিলন ঘটাতে। বিচ্ছিন্নতা আনতে নয়। যতদিন যাবে ততই বিচ্ছিন্নতার রাস্তা আরও প্রশস্ত হবে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিলন ঘটাতে হয়। যিশু নিজেই বলেছেন- "তোমার নৈবেদ্য যজ্ঞবেদীতে উৎসর্গ করতে গিয়ে সেইখানে যদি তোমার মনে পড়ে যায় যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন অভিযোগ আছে, তাহলে সেখানে, যজ্ঞবেদীর সামনে, তোমার নৈবেদ্য ফেলে রেখেই ফিরে যাও। আগে ভাইয়ের সঙ্গে পুরনো সদ্‌ভাব ফিরিয়ে আনো, তার পরেই এসো তোমার ওই নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে *(মথি ৫ঃ২৩-২৪)*।" যেখানে মিলন, সেখানে আনন্দ, সেখানে খ্রিস্ট। এই তপস্যাকালে ক্রুশের পথে যাত্রার কালে আমরা যেন মানুষে মানুষের মধ্যে মিলন ঘটাতে পারি। সবাই মিলনের মধ্যে থাকতে পারি। ক্রুশের পথে যাত্রা করি।

তপস্যাকাল হল ত্যাগের মাস, আত্মশুদ্ধির মাস। আমরা যেন ত্যাগ করতে শিখি। বর্তমান ভোগবাদ পৃথিবীতে বেশিরভাগ মানুষ ভুলেই যাচ্ছে ত্যাগের মধ্যে যে আনন্দ আছে। তারা ত্যাগের পরিবর্তে ভোগের আনন্দ পেতে চায়। ত্যাগের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা আসে। কোন কিছু করতে গেলে বা শিখতে

গেলে কষ্ট করতে হয়। কষ্ট করলে পরবর্তীতে সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষ কষ্ট করতে চায়না ঠিকই কিন্তু ভাল ফল লাভ করতে চায়। কষ্টের মধ্য দিয়েই জীবনে শেখা হয়। বিশেষভাবে এই উপবাসকালে আমরা যেন আমাদের জীবনে যে মলিনতা রয়েছে তা একটা একটা করে বাদ দিতে পারি। এর পরিবর্তে একটা একটা করে ভাল কাজ করে ক্রুশের পথে যিশুর সাথে যাত্রা করি।

তপস্যাকালে আমাদের অনেক কিছুর পরিবর্তন করতে হয়। বেশিরভাগ সময় আমরা সরাসরি পাপ করি না ঠিকই কিন্তু চিন্তা-চেতনায় অনেক পাপ করি। কারণ চিন্তা দেখা যায় না। প্রথমে আমরা চিন্তা দিয়ে পাপ করি। আগে চিন্তা করি, পরে পরিকল্পনা করি, পরে তা বাস্তবতায় প্রকাশ করি। এই চিন্তায় আমরা মানুষকে হত্যা করি, কিভাবে মানুষকে কষ্ট দেয়া যায় তা ভাবি। কিভাবে প্রতিশোধ নেয়া যায় সে জাল বুনি। যাকে দেখতে পারি না তাকে মনে মনে অনেক বকাঝকা করি। যাকে পছন্দ করি না তার সমালোচনা করি। তার বিষয়ে ও বিরুদ্ধে অনেক সময় মিথ্যা কথা বলি। এগুলো পরিত্যাগ করা, নিজেকে সংশোধন করে সঠিক পথে চলাই হল ক্রুশের পথে যাত্রা করা। আমরা কেউই ধোয়া তুলসী পাতা নই। আমাদের সবারই কম বেশি দোষ ত্রুটি রয়েছে। দুর্বলতা নিয়েই আমরা মানুষ। শাস্ত্রী ও ফরিসিরা যিশুর কাছে একজন ব্যভিচারিনী মেয়ে নিয়ে এলেন। যিশু তাদের বললেন- "আপনাদের মধ্যে যিনি নিষ্পাপ, তিনিই প্রথমে ওকে পাথর ছুঁড়ে মারুন। এই কথা শুনে বৃদ্ধ থেকে শুরু করে তারা সকলেই সেখান থেকে একে একে সরে পড়তে লাগলেন *(যোহন: ৮: ৭, ৯)*।" এই তপস্যাকালে আমরা যেন একে অন্যকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখি। কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমরা সবাই পাপী। যিশু নিজেই বলেন- আমি তো ধার্মিকদের নয় পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি। পাপীরা যেন হৃদয় ও মনের পরিবর্তন করে সত্য সুন্দর অর্থাৎ ক্রুশের পথে যাত্রা করে।

নিজেকে বদলে দাও, জগৎ বদলে যাবে। আমাদের অন্যকে পরিবর্তন করার আগে নিজেদের দিকে তাকাতে হয়। নিজেকে পরিবর্তন করতে হয়। আমরা আমাদের দিকে না তাকিয়ে অন্যদের দিকে দৃষ্টি দেই। আমরা অন্যদের পরিবর্তন করতে চাই। তাই লক্ষ্য করা যায় সম্পর্ক ভাল হওয়ার পরিবর্তে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তাই আমাদের অন্যদের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার পূর্বে নিজেদের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। যেখানে পরিবর্তন দরকার সেখানে পরিবর্তন আনতে হয়। অন্যরা যেভাবে আছে সেভাবে তাদের গ্রহণ করতে হয়।

আমরা যখন ক্রুশের পথে অংশগ্রহণ করি তখন যিশুর ক্রুশের দিকে তাকাই। তাঁর জীবনে যে সকল কষ্টের ঘটনা ঘটেছে তা ধ্যান করি। আমরাও যিশুর সাথে সাথে কালভেরী পর্যন্ত যাত্রা করি। যিশুর কষ্টের সাথে একাত্ম হই। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে দুঃখ-কষ্ট রয়েছে। প্রত্যেকটা মানুষের জীবনই হাসি-কান্না, দুঃখ-আনন্দ নিয়ে গড়া। আমরাও যিশুর কষ্টের সাথে সাথে আমাদের কষ্টের কথা স্মরণ করি। যখন আমরা আমাদের কষ্ট যিশুর কষ্টের সাথে মেলাই আমাদের কষ্ট হালকা হয়ে যায়। আমাদের জীবনের ক্রুশ ছোট হয়ে যায়। যিশুর কষ্টের তুলনায় আমাদের কষ্ট কম মনে হয়। একবার একজন ব্যক্তি লক্ষ্য করল তার পায়ে জুতো নেই। অন্যদের পায়ের মধ্যে সুন্দর জুতো রয়েছে। তাই সে খুব কষ্ট পেল। কিছুদিন পর সে লক্ষ্য করল একজন ব্যক্তির একটি পা নেই তাতে সে দুঃখ অনুভব করল। আর চিন্তা করল আমার তো সাধারণ জুতো নেই। এতে আমি কষ্ট পেয়েছি। আর এই ব্যক্তির তো পা নেই তারতো আমার থেকে অনেক বেশি কষ্ট। আমাদের জীবনে আমরা অনেক ভাল আছি। সব সময় যারা আমাদের থেকে কষ্টে আছে তাদের দিকে তাকালে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কষ্ট আর কষ্ট মনে হবে না। হাল্কা মনে হবে। আমরা সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে পারব। যদি ভালর দিকে তাকাই, শুধু উঁচুতে তাকাই তাহলে কষ্ট আসবে। আমাদের জীবনের কষ্ট, হতাশার জানালা আমরা নিজেরাই আহ্বান করি। আমরা যিশুর দিকে তাকালে সব হাল্কা হয়ে যাবে। সব কষ্ট নষ্ট হয়ে যাবে। জীবনে আনন্দ আসবে।

যখন আমাদের জীবনে অনেক কষ্ট আসে তখন আমরা যিশুর ক্রুশের দিকে তাকাতে পারি। আমরা শক্তি পাব। তখন আমরা সান্ত্বনা পাব। আমাদের কষ্ট কম মনে হবে। এই পৃথিবীতে আমরা সবাই তীর্থযাত্রী। আমাদের যাত্রা সমাপ্ত করে আমাদের চরম গন্তব্যে চলে যাব। এই যাত্রা পথে আমাদের ছোট বড় অনেক ক্রুশ বহন করতে হয়। এই ক্রুশ বহন করার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন পথে এগিয়ে চলতে হয়। পথ চলতে চলতে এই তপস্যাকালে আমাদের নিজেদের দিকে তাকাই নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করি। অন্যদের ভালবাসি, সাহায্য করি কাছে টানি। যাদের সাথে সম্পর্কের নবায়ন দরকার তাদের সাথে মিলিত হই। সব দুঃখ-কষ্ট যিশুর ক্রুশের কাছে রাখি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্রুশের পথে আমরা যাত্রা করি॥ ❑

দুঃখের বিলাসিতা

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

প্রতিদিন গভীর রাতে
ঘুম-ঘুম চোখেও যখন কিছুতেই আমার ঘুম আসেনা
ঠিক তখনি একটা ফোন বেজে ওঠে;
জানতে চায় কি দুঃখ আমার
কেনই বা রাতের পর রাত আমার নির্ঘুম কাটে
কেন বালিশের ওপর ব্যথার স্রোত বয়ে যায়॥
ফোনের এ প্রান্ত ঠিক রাতের মতই নিরব
আমি কিছুতেই ভেবে পাইনা
কোন্ দুঃখে আমার রাত্রি জাগা
কার জন্য আমার বিরহের গান বাঁধা
কোন সে পাষাণ আমায় রোজ কাঁদায়।
আমার ভাবনায় বাধ সাধে ও প্রান্তের ভারি কণ্ঠটি
আবার শুধায়-
"বলো রানী তোমার দুঃখ কিসে?
আমি রোজ খবর নিতে আসি
রোজ ফিরে যাই খালি হাতে
আমার নায়ে তুলে দাও তোমার সকল কথার ভার
এ তরী ভাসতে-ভাসতে হারিয়ে যাক গভীর সমুদ্রে
তোমার সকল দুঃখ ডুবে মরুক অতল জলস্রোতে।"
আমি আবার ভাবি, কেবলই ভাবি
তবু কিছুতেই খুঁজে পাইনা
কে দিয়ে যায় আমায় গোপন ব্যথার ভার
কে কেড়ে নেয় আমার দুই দু'চোখে ঘুম
কার পথ চেয়ে আমার মুখে কালো মেঘ জমে
বাতাস থামে, শুরু হয় অঝোরে বৃষ্টি।
আবার সেই কণ্ঠ, এমনি রোজ আসে খবর নিতে
রোজ ফিরে যায় শূন্য হাতে
আমার খবর আর তার জানা হয়না
আমিও জানিনা-
শুধু জানি, আমার চোখে ঘুম নেই
নির্ঘুম কাটে আমার প্রতিটি রাত
ব্যথার স্রোতে গা ভাসাই,
প্রতিদিন বৃষ্টি ভেজা শরীরের গন্ধ মাখি
অমাবশ্যার নৃত্য দেখি জানালায় বসে
ডুবে যাই ভাবনার গহীন সমুদ্রে-
আবারও সেই ফোনটি বেজে ওঠে
আবার শুধায়, "বলো রানী তোমার দুঃখ কিসে!"
এবার তাকে বলি
সকলে যখন সুখে গা ভাসায়
দুঃখ তখন ভীড় করে আমার বারান্দায়
তাইতো দুঃখ নিয়েই আমার বসবাস
এ যেন আমার রাতদিন দুঃখের বিলাসিতা!

সাধু আন্তনীর পার্বণ

স্বপন রোজারিও

হয়ে গেল পানজোরাতে সাধু আন্তনীর পর্ব,
এ পর্ব যে হয়ে গেছে, গোটা এলাকার গর্ব।
চারিদিকে মানব সমুদ্র, মানুষের নাই শেষ
অনেকে চলে এসেছে, ফেলে তাদের দেশ।
মানত রক্ষার্থে অনেকে করেছে
নানারকম দান,
আগত সবার অন্নদানে
নাগরীবাসীর সম্মান।
হে সাধু আন্তনী,
তুমি সবার ইচ্ছা করো পূরণ
তোমার নামে যেন হতে পারে
ধন্য সবার জীবন॥

কষ্টভোগী সেবক

ফেলিসিতা পলিনা সরকার

যিনি নিজের দুঃখ-কষ্ট, ঘাত-প্রতিঘাত, অন্যায়-অত্যাচার, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, বিদ্রুপ-অপমান এমন কি নিজের জীবনকে অন্যের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করে মৃত্যুবরণ করেন তাকেই আমরা কষ্টভোগী সেবক/সেবিকা বলতে পারি। এমনই একজন কষ্টভোগী সেবক সম্পর্কে আলোকিত করতে চাই। তিনি হলেন আমাদের নাজারেথের যিশু। আমাদের মুক্তিদাতা পাপের পরিত্রাণদাতা। *(ইসাইয়া ৫০:৪-৭)* দেখি "প্রভুর সেবক এই কথা বলেছেন প্রভু ভগবান আমাকে দিয়েছেন শিষ্য সুলভ এমনই এক রসনা আমি যেন ক্লান্ত মানুষকে আশ্বাসের কথা শোনাতে পারি আমার মুখে সেই মতো ভাষাও দিয়ে থাকেন তিনি। প্রতিটি সকালে তিনি আমার কান সজাগ করে থাকেন। শিষ্যের মতোই যেন থাকতে পারি উৎকর্ণ --- প্রভু ভগবান আমার কান উন্মুখ করেছেন। আর আমিও প্রতিবাদ করেননি। পিছিয়ে যাইনি সেদিন যারা আমাকে মারছিল পিঠ পেতে দিয়েছি তাদের সামনে। যারা আমার দাড়ি ছিড়ে নিচ্ছিল তাদের দিকে গাল পেতে দিয়েছি আমি । লাঞ্ছনা আর থু-থু দেয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেইনি। প্রভু ভগবান আমার পাশে এসে দাঁড়ান তাই কোন অপমানে আমি বিচলিত হইনা। তাই পাথরের মতো কঠিন করে তুলেছি আমার মুখ। আমি জানি লজ্জিত হতে হবে না আমায়। নিষ্ঠুর সৈনিকেরা যেভাবে নির্দোষ যিশুকে ঘৃণা অপমান লাঞ্ছনা করেছে তার গায়ে থু-থু দিয়েছে কোন প্রতিবাদ করেনি তিনি।

ফুলের মালার পরিবর্তে তার মাথায় পরানো হয়েছে কাঁটার মালা (মুকুট) সেখান থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছে তার শরীরের ঘাম রক্তের ফোঁটায় ফোঁটায় বের হচ্ছে। তিনি সব ব্যথা-বেদনা নীরবে সহ্য করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন শত্রুকে ভালবাসার জলন্ত প্রমাণ। এক গালে চড় মারলে অন্য গাল পেতে দিয়েছেন তিনি যিশু ক্রুশের উপর থেকে বলেছেন পিত: এরা কি করছে তা জানে না এদের ক্ষমা করো। তিনি ক্ষমারও আদর্শ। যিশুকে যেভাবে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে মেরে ফেলা হয়েছে তা দেখে আমাদের পাপের কঠিন হৃদয় ও মন একটুও কাঁদে না। তার দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করতে চাইনা আমার প্রভু সেদিন একটু জল চেয়েও পেলোনা। যিশুর কষ্ট দেখে আকাশের জ্যোতিষ্ক দল সেদিন আলো দিল না। সারা দেশ অন্ধকারময় হলো। এমন কি জেরুশালেমের মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছিড়ে দু'ভাগ হয়ে গেল। যিশুর এমন কষ্ট দেখে। জেরুশালেমের কয়েকজন মহিলা চোখের জল ফেলে কাঁদছেন। তারা যিশুর কষ্ট-যন্ত্রণার কথা হৃদয়ে উপলব্ধি করেছেন। যিশু ক্লান্ত ও ভগ্ন দেহ নিয়ে কালভেরী পথের দিকে যাচ্ছেন তিনবার ক্রুশ নিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সৈন্যদের চাবুকের আঘাত থেকে রক্ত ঝরছে। দাঁতের ঘসায় ঠোঁট কেটে গেল, যিশুর চেহারা এমন বিকৃত হল তাকে যেন চেনা যাচ্ছেনা। এই প্রায়শ্চিত্তকালে আমরা কি একবারও যিশু কষ্ট উপলব্ধি করেছি? এই প্রায়শ্চিত্তকালে কিভাবে যিশুর যন্ত্রণা কমাতে পারি? সেইভাবে নিজেদের প্রস্তুতি করি মন পরীক্ষা করে দেখি। আত্মবিশ্লেষণ করে দেখি আমি/আমরা কোথায় আছি?

এই প্রায়শ্চিত্তকালে পিতা ঈশ্বর যেন আমাদের বিশেষ আশীর্বাদ দান করেন। যিশুর দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করে যেন মন পরিবর্তন করে তার সাথে সাথে পথ চলতে পারি।

"ক্রুশের উপর দু'হাত বাড়িয়ে
যিশু ডাকেন ফিরে আয় ফিরে আয়।" ❑

ত্যাগেই খ্রিস্টের শিষ্যত্ব লাভ

প্রত্যয় কস্তা

আমরা নিবেদিত জীবন বলতে বুঝি জগতের সমস্ত মোহ-মায়া থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে পরের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। এ জীবনে যারা প্রবেশ করে তারা সমাজে বা মণ্ডলীতে ব্রতধারী-ব্রতধারিণী সেবা সন্নাসী-সন্ন্যাসিনী হিসেবে পরিচিত। তারা স্বয়ং যিশুখ্রিস্টের জীবনাদর্শকে নিজেদের জীবনে লালন-পালন করেন। তাই তাদেরকে আমরা যিশুর শিষ্য বা অনুসারী বা বলবান সৈনিক বলে থাকি। তাঁরা এ জগতের সকল মন্দতার সাথে সংগ্রাম করে স্বর্গজয়ের অদম্য পথযাত্রী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁরা মানুষকে পরিত্রাণের পথে পরিচালিত করার জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদেরই কাজ দ্বারা মানুষের স্বর্গে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। আমরা যিশুর শিষ্যদের জীবনাহ্বান সম্পর্কিত কাহিনীগুলো কম-বেশি সবাই জানি। আমরা জানি যে যিশু ডাকামাত্রই শিষ্যরা সমস্ত কিছু ফেলে রেখে তাঁর পিছু নেন। যিশু বললেন, "তোমরা আমার সঙ্গে চল! আমি তোমাদের করে তুলবো মানুষ ধরা জেলে। আর তারা তো তখনই তাদের জাল ফেলে রেখে যিশুর সঙ্গে চললেন" *(মথি:১৯-২০)*।

নিবেদিত জীবনে যে ত্যাগেই প্রকৃত সুখ তা যিশুর শিষ্যেরা বুঝতে পেরেছিলেন। কেননা জগতের মোহ-মায়ায় আবদ্ধ থাকলে শুধু ধন-সম্পদের দিকেই মন পড়ে থাকবে। তখন কোন প্রকারেই অন্যের জন্য মঙ্গলজনক কাজ করার কথা চিন্তাই হবে না। শুধুমাত্র নিজের তৃপ্তির জন্যই কাজ করার ইচ্ছা হবে। তাই তো যিশু বলেন, 'যেখানে তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের মনটাও তো সেখানে পড়ে থাকবেই' *(লুক ১২:৩৪)* কিন্তু ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে আমরা সম্পূর্ণরূপে খ্রিস্টের সেবা দায়িত্ব পালন করতে পারি। যা আমাদের জন্য গড়ে তোলে এক মহান ও সঞ্চিত সম্পদ। আমরা খ্রিস্টের সাথে এক আনন্দ ভোজে বসে একতার বন্ধনে আবদ্ধ হই। তাছাড়া, প্রভু যিশুর প্রকৃত শিষ্য হতে হলে সর্বপ্রথম কাজই হবে ত্যাগস্বীকার করা। এজন্যই দেখি সমাজনেতা লোকটিকে যিশু বললেন, "শুধু একটি বিষয়ে আপনার কিছু করতে বাকি আছে: আপনার যা কিছু আছে, সবই বিক্রি করে দিন আর সেই টাকাটা গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিন। তাহলে স্বর্গে আপনার জন্যে মহাসম্পদ সঞ্চিত থাকবে। তারপর আমার কাছে আসুন আর আমার সঙ্গে সঙ্গে চলুন" *(লুক ১৮:২২)* আমাদের নিবেদিত জীবনের জন্য প্রয়োজন প্রচুর আধ্যাত্মিক শক্তি। আধ্যাত্মিকতায় পবিত্র এবং বিশ্বস্ত হতে পারলেই আমরা খ্রিস্টের সেই ঐ জীবনের অংশীদার হতে পারব। আমাদের আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী হলেই আমরা সমস্ত জাগতিক থেকে মুক্ত থাকতে পারব। যারা নিবেদিত জীবনে পবিত্রতা ও বিশ্বস্ততা গুণের চর্চা করে গেছেন তারা মানুষের হৃদয়ের সিংহাসনে জায়গা করে নিয়েছেন। যেমন কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেসা, পাদুয়ার সাধু আন্তনী, সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী এবং আরও অনেকে। তাঁরা সকলেই পবিত্র ও বিশ্বস্ত থাকার চর্চা করতেন। তাই তো কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেসা বলেন, 'যিশু আমাকে সফল হতে নয়, বরং বিশ্বস্ত হতে ডাকেন।' পরিশেষে বলতে পারি, জাগতিকতা মোহ-মায়া থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে পূর্ণাঙ্গভাবে যিশুর সেবা দায়িত্ব পালন সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন প্রচুর আধ্যাত্মিক শক্তি ও ত্যাগস্বীকার। যা অন্যের জন্য কাজ করতে উৎসাহ ও আনন্দ প্রদান করে। তাই নিবেদিত জীবনের আনন্দ হচ্ছে ত্যাগস্বীকার করা এবং যিশুর মত নিজের জীবন বিসর্জন দেয়া॥ ❑

ভস্মবাণী ধ্যান-সাধনা ও তপস্যাকাল

ফাদার অপু শলোমন রোজারিও সিএসসি

সব কিছুর জন্যই সময়ের প্রয়োজন আছে। সময় যদি উপযুক্ত হয় তাহলে অল্প সময়, শ্রম ও মেধায় অনেক কিছুই করা সম্ভব হয়। তেমনিভাবে মাতামণ্ডলীও উপাসনাবর্ষে আমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্তকালকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমরা কপালে ভস্ম বা ছাই লেপন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করি তপস্যাকাল, যার সমাপ্তিতে রয়েছে রাজাধিরাজ খ্রিস্টের সঙ্গে বিশ্বাসী মানব সমাজের পুনরুত্থান ক্রিয়া।

উপ+বাস=উপবাস, উপ অর্থ কাছে, নিকটে, সান্নিধ্যে ইত্যাদি; বাস অর্থ হচ্ছে বসে থাকা, বসবাস করা, অবস্থান করা, উপস্থিত থাকা ইত্যাদি। তপস্যা শব্দ এসেছে তপস থেকে যার অর্থ হচ্ছে- দগ্ধ করা, কৃচ্ছ্রসাধনা করা, অন্তরে পোষিত পাপাদি দগ্ধ করে দেহ, মন আত্মায় নির্মল ও বিশুদ্ধ হওয়া।

আবার তপঃ বা তপস্ থেকে তপস্যা। এর অর্থ হল দগ্ধ করা অর্থাৎ অন্তরে লালিত পাপাদি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খার করে মনপ্রাণ নির্মল ও বিশুদ্ধ করে আমিত্বের খোলস থেকে বের হয়ে আসা।

তপস্যাকাল হচ্ছে অন্তরের গভীরে সেই তাঁরই দিকে তীর্থযাত্রার বিশেষ অনুগ্রহসিক্ত সময় যিনি স্বয়ং করুণার উৎস। এই তীর্থযাত্রায় তিনি নিজেই আমাদের মরুময় দীনতার মধ্যে আমাদের সহযাত্রী হয়ে পুনরুত্থান উৎসবের সুগভীর আনন্দের যাত্রাপথে শক্তিদান করেন। তাই এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমাদের সময় আসে খ্রিস্টের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে 'আত্মার মরুভূমিতে বিচরণ করা', আত্মচেতনা, আত্মমূল্যায়নের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টের কষ্টময় ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক, সমাজ বাস্তবতায় সুচারুভাবে উপলব্ধি করে ব্যক্তি জীবনের সমস্ত দুর্বলতা, পাপময়তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে একটি রূপান্তরিত মানুষ হতে হবে। এটাই আমাদের কাছে প্রায়শ্চিত্তকালের আহ্বান ও দাবী।

তপস্যাকালের শুরুতেই কপালে ভস্ম বা ছাই মাখি এবং এই ছাই মাখার মধ্য দিয়েই আমরা প্রায়শ্চিত্তকাল শুরু করি। এজন্য তপস্যাকালের শুরুতেই বলা হয়ঃ "ওহে মানব রেখো গো স্মরণ, তুমি ধূলি, আবার এই ধূলিতেই তুমি মিশে যাবে।"

কেন এই কথা শুরুতেই বলা হয়?

(ক) এই কথা বলা হয় কারণ মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী, টাকা-পয়সা, ধনসম্পদ, বাড়ি-গাড়ি, কোন কিছুই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

(খ) আমাদের পাপ, মন পরিবর্তন ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

(গ) স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে মানুষ মরণশীল কিন্তু যিশু মরণশীল নন।

(ঘ) জগতের সব কিছুই অসার, মূল্যহীন এই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। তাইতো উপদেশক বলেন, 'মায়ার মায়া, সবই মায়া! সূর্যের নীচে তার পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়ে মানুষ যে সমস্ত পরিশ্রম করে, তাতে তার কী লাভ?' *(১:১-৩)*।

(ঙ) আমাদের যিশুর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় "কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে-ই তা বাঁচিয়ে রাখবে। বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগত জয় করে নিজের আত্মাকে হারায় বা নিজের বিনাশ ঘটায়, তাতে তার কী লাভ হবে?" *(মথি ১৬: ২৫-২৬, মার্ক ৮: ৩৫-৩৭, লুক ৯: ২৪-২৫)*

ভস্ম শব্দের উৎপত্তি : Anglo-Saxon Period এর সময় ল্যাটিন শব্দ Quadragesima যার অর্থ হল চল্লিশ দিন। এটা আবার গ্রীক শব্দ Tessarakoste (fortieth) এর অর্থও চল্লিশ দিন।

ভস্ম বুধবার কীভাবে মণ্ডলীতে এলো? সপ্তম শতাব্দী থেকে রোম নগরে আনুষ্ঠানিকভাবে ভস্ম বুধবার পালিত হয়ে আসছে। অনুতাপসূচক প্রায়শ্চিত্তকালের আরম্ভ হিসেবে তৎকালীন খ্রিস্টভক্তগণ নিজেদের অনুতপ্ত পাপীরূপে স্বীকৃতি দিয়ে ললাটে ভস্ম লেপন গ্রহণ করতো এই ভস্ম বুধবারে।

ভস্ম ব্যাবহারের প্রধান ২ টি উদ্দেশ্য

(ক) প্রায়শ্চিত্ত করা: পাতা বা লাকড়ি পোড়ানোর পর যে অবশিষ্টাংশটি পাওয়া যায় সেটিকেই আমরা বলি ছাই। তাহলে আমরা দেখি যে, আগুণে জ্বলে-পুড়ে বা দগ্ধ হওয়ার পরই কিন্তু ছাই বা ভস্মের সৃষ্টি। ঠিক একইভাবে আমরা যখন আমাদের পাপগুলোকে আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বা দগ্ধ করে শেষ করে দিই তখন আমরা পবিত্র হয়ে উঠি। কিন্তু পাপগুলোকে আগুনে পোড়ানোর জন্য আমাদের অনেক কষ্ট, ত্যাগস্বীকার, প্রায়শ্চিত্ত ও অনেক কঠিন তপস্যা করতে হয়।

(খ) শুদ্ধিকরণ: যখন আমরা পাপগুলোকে আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বা দগ্ধ করে শেষ করে দিই তখনই আমরা নিজেকে শুচি ও পবিত্র করে তুলি।

বাইবেলের আলোকে ভস্ম ব্যাবহার করে প্রায়শ্চিত্ত করা ও শুদ্ধিকরণ হওয়া

(ক) প্রায়শ্চিত্ত করা: জুডিথ একজন বিধবা এবং ঈশ্বরভক্তা ছিলেন। শস্য কাটতে গিয়ে তার স্বামী মারা যান। তিনি যখন দেখলেন যে মানুষ ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে যে যার মতো অন্ধকার, অরাজকতা ও পাপের মধ্যে জীবন-যাপন করছে তখন তিনি তার দেশবাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নিজেই মাটিতে উপুর হয়ে মাথায় ছাই মেখে ও চটের কাপড় পড়ে চিৎকার করে প্রার্থনা করেছেন *(জুডিথ ৯ অধ্যায়)*।

ঠিক একইভাবে মহান প্রবক্তা যোনা বলিষ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'আর মাত্র চল্লিশ দিন, তারাপর নিনিভে শহর ধ্বংস হয়ে যাবে।' যোনার এই বাণী শুনে নিনিভের পাপী মানুষগণ উপবাস ঘোষণা করল এবং রাজা থেকে শুরু করে সাধারণ লোক পর্যন্ত সকলেই চটের কাপড় পড়ল ও ছাইয়ের উপর বসল। পরে রাজার নির্দেশে সব মানুষ এবং পশুপাখি সবাই না খেয়ে এমন কী জল পর্যন্ত পান না করে উপোস করে প্রত্যেকে নিজ নিজ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল (যোনা ৩ অধ্যায়)।

(খ) শুদ্ধিকরণ: ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর শুচিকরণের জন্য ভগবান মোশী ও আরোনকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা খুঁতহীন একটি লাল গাভী জবাই করে তাকে পুড়িয়ে তার ছাই জড় করে ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর শুচিকরণের জন্য শিবিরের বাইরে কোন এক জায়গায় রাখেন। এভাবে ঈশ্বরের নির্দেশমতোই ইস্রায়েলীয়রা নিজেদের শুচি করেছিল *(গনণাপুস্তক ১৯ অধ্যায়)*।

প্রায়শ্চিত্তকালে আমাদের হৃদয়-মন ক্রুশের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কারণ এ সময় আমরা যিশুর যাতনাভোগ ও ক্রুশের উপর তাঁর প্রাণত্যাগের কথা স্মরণ করি এবং নিজের দৈনন্দিন ক্রুশ নিয়ে তাঁর সাথে পিতার দিকে যাত্রা করি। তাই এটি প্রভুর প্রসন্নতার কাল। এসময় আমাদের সামনে সর্বাঙ্গীণ পরিত্রাণ উপস্থিত করে, যেসব মন্দতা আমাদের উপর চেপে বসে তার উপর খ্রিস্টের বিজয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এসময় আমরা ঐশগুরু যিশুর দিকে তাকিয়ে মন পরিবর্তন করে পুনর্মিলন সংস্কার গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর দয়া উপলব্ধি করি॥ ❑

৩৫তম জাতীয় যুব দিবস ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

এপিসকপাল যুব কমিশন ▌ গত ১৫-১৮ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে এপিসকপাল যুব কমিশনের আয়োজনে ও চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের সর্বাত্মক সহযোগিতায় মরিয়ম আশ্রম দিয়াঙে মহাআড়ম্বরের সাথে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল খ্রিস্টান কাথলিক যুবাদের জন্য ৩৫তম জাতীয় যুব দিবস ২০২০। এতে সমগ্র বাংলাদেশের ৮টি ধর্মপ্রদেশ থেকে প্রায় ৪০০জন যুবক যুবতি সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। ৩৫তম জাতীয় যুব দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর শিরীণ আখতার। তাছাড়া চারদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ, পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ লরেন্স সুব্রত হওলাদার, সভাপতি, এপিসকপাল যুব কমিশন, জেমস গমেজ, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস, ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসি, নির্বাহী সচিব ও জাতীয় যুব সমন্বয়কারী, এপিসকপাল যুব কমিশন, সেসাথে ৮টি ধর্মপ্রদেশের ধর্মপ্রদেশীয় যুব সমন্বয়কারীগণসহ অনেক ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও যুব এনিমেটরগণ। এপিসকপাল যুব কমিশন কর্তৃক আয়োজিত এই 'জাতীয় যুব দিবস' একদিকে ছিল যেমনি যুবাদের প্রাণের উৎসব অন্যদিকে তেমনি ছিল একটি আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রা। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতির, পোশাক-পরিচ্ছদের, পটভূমির ও ভাষার যুবারা একত্রে মিলিত হয়েছে। এই বিভিন্নতা মিলনের ক্ষেত্রে কোন বাঁধার সৃষ্টি করতে পারেনি বরং মিলনের সৌন্দর্য ও আনন্দ বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। ৪দিনব্যাপী এই জাতীয় যুব দিবসের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিস্তারিত প্রতিবেদন দেয়া হল:

জাতীয় যুব দিবসের মূলসুর

২০২০ খ্রিস্টবর্ষে ৩৫তম যুব দিবসের জন্য মূলভাব নেয়া হয়েছে – "যুবক, আমি তোমাকে বলছি, ওঠ" *(লুক ৭: ১৪)*। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তরুণদের উদ্দেশে তার প্রেরণাপত্রে "খ্রিস্ট জীবিত" -এর ২০তম অনুচ্ছেদ লুক ৭:১৪ পদের একটি উদ্বৃতি দিয়েছেন। তিনি যুবাদের আহ্বান করেন যেন তারা পুনরুত্থিত বা জীবিত যিশুর স্পর্শ তাদের হৃদয় মন উন্মুক্ত রাখে এবং যিশুর স্পর্শে তাদের ভেতরের প্রাণশক্তি, স্বপ্ন, উৎসাহ ও আশা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। কেননা "খ্রিস্ট জীবিত! তিনি আমাদের আশা, এবং অতি চমৎকারভাবে তিনি আমাদের এ জগতকে তারুণ্যময় ক'রে তোলেন, যা কিছু তিনি স্পর্শ করেন সবই যেন হয়ে ওঠে নবীন ও প্রাণবন্ত।" বর্তমান যুবসমাজ নানাভাবে সংকটময় জীবন যাপন করছে, কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে, কখনো কখনো বাহ্যিকতার মোহে ভুল পথে পা বাড়াচ্ছে, অন্ধকারে বিচরণ করছে, জাগতিকতার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, আশাহত হয়ে তরুণ বয়সেই মানসিক ও আত্মিকভাবে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এমতাবস্থায় মাতামণ্ডলী তরুণদের উৎসাহিত করে যেন তরুণসমাজ তাদের আধ্যাত্মিকতার নবায়ন করে এবং পুনরায় নতুনভাবে শুরু করে। ৩৫তম জাতীয় যুব দিবসের মূলসুরের উপর ভিত্তি করে রচনা করা হয়েছে একটি থিম সং ও একটি লোগো।

১৫ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

স্বাগত হে অতিথি

১৫ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ভোর ৩:০০টা থেকেই ৮টি ধর্মপ্রদেশের যুবা ভাই-বোনেরা দীর্ঘ পথযাত্রা করার পর চোখে

ক্লান্তি, মুখে হাসি ও হৃদয়ে আনন্দ নিয়ে দিয়াং ধর্মপল্লীতে আসতে শুরু করে। দূর-দূরান্ত থেকে আসা যুবক-যুবতী ভাই-বোনদের কীর্তনের তালে তালে বরণ করে নেয় চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের যুবা বন্ধুরা। এই বরণের মাঝে ছিলো আনন্দের উচ্ছ্বাস ও তারুণ্যের ঢেউ। সারা রাত নির্ঘুম চোখে ছিলো না কোন ক্লান্তি, এ যেন শুধু জেগে থাকা যুবাদের মিলনের আনন্দ।

জাতীয় যুব ক্রুশ হস্তান্তর ও স্থাপন

যুব আধ্যাত্মিকতার মূলে হলো যুব ক্রুশ। সাধু দ্বিতীয় জন পল ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ২২ এপ্রিল যুব সমাজের হাতে একটি বড় কাঠের ক্রুশ তুলে দিয়ে বলেছিলেন- 'মানব জাতির প্রতি প্রভু যিশুর চরম ভালবাসার প্রতীক এই ক্রুশ সারা জগতে বয়ে নিয়ে যাও আর প্রকাশ কর যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু ও গৌরবময় পুনরুত্থানের গুণে পাপের ক্ষমা ও পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব।' তারই ধারাবাহিকতায় ২০০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশেও জাতীয় যুব ক্রুশের আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রা দিয়াং থেকেই শুরু হয়। যুব ক্রুশ প্রতি বছর তার ভালোবাসার আবেদন নিয়ে যুব বন্ধুদের হৃদয় দুয়ারে কড়া নাড়ে। ধর্মপ্রদেশ থেকে ধর্মপ্রদেশে প্রত্যেকের হৃদয়ে আশ্রয় খুঁজে। ক্রুশের সাথে যুবাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছরই ক্রুশকে যুব দিবসের কেন্দ্রে রাখা হয়। বরিশাল ধর্মপ্রদেশে ৩৪তম জাতীয় যুব

দিবসের পর এই যুব ক্রুশ হস্তান্তর করা হয় চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের যুবাদের হাতে। এই যুব ক্রুশ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে তীর্থযাত্রা করে ক্যাথিড্রাল, জামালখান, নোয়াখালী, এজবালিয়া, লক্ষ্মীপুর, আলীকদম, লামা, থানচি, বলিপাড়া, বান্দরবান, রোয়াঙছড়ি, রাঙামাটি, আসামবস্তি ও দিয়াঙে। স্পর্শ করেছে শত শত যুবক-যুবতীর অন্তর। অতপর ৩৫তম জাতীয় যুব দিসের শুরুতেই চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের যুবারা এপিসকপাল যুব কমিশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আনুষ্ঠানিকভাবে এই যুব ক্রুশ হস্তান্তর করে। ৩৫তম জাতীয় যুব দিবসের শুরুতেই এপিসকপাল যুব কমিশন ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় যুব ক্রুশটি পূর্বে প্রস্তুতকৃত সজ্জিত বেদীমূলে স্থাপন করেন। ক্রুশের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা স্বরূপ যুব ক্রুশে ফুলের মালা ও ধূপারতি প্রদান করা হয়। সেসাথে ক্রুশের সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন জাতীয় ও ধর্মপ্রদেশীয় যুব সমন্বয়কারীগণ ও দু'জন যুবা প্রতিনিধি। এই ক্রুশ থেকেই যুব সমাজ পায় আলো, শক্তি ও নিরাময়তা।

উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ

যুব ক্রুশ স্থাপনের পরপরই সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ হতে সমবেত যুবক-যুবতীরা শোভাযাত্রায় চন্দন তিলক পরিধান করে বেদী মঞ্চের সামনে মিলিত হয় উদ্বোধনী

খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের উদ্দেশে। উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি। উপদেশে তিনি বিভিন্ন বিশ্ব যুব দিবসে যোগদানের অভিজ্ঞতা ও যুব দিবসের উদ্‌যাপনের গভীর তাৎপর্য সহভাগিতা করেন এবং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে গভীর বিশ্বাস রেখে যুবাদের এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। খ্রিস্টযাগে আরও উপস্থিত ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি, জাতীয় ও ধর্মপ্রদেশীয় যুব সমন্বয়কারীগণসহ ৮টি ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত অন্যান্য ফাদারগণ, ব্রাদারগণ, সিস্টারগণ ও প্রায় চারশতাধিক যুবক-যুবতি ভাই-বোনেরা।

পুণ্যপিতার প্রেরণাপত্র 'Christus Vivit' এর বাংলা অনুবাদের মোড়ক উন্মোচন

বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর অনুমোদনে এবং এপিসকপাল যুব কমিশনের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের সীনডোত্তর প্রেরণাপত্র 'Christus Vivit' "খ্রিস্ট জীবিত" বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। খ্রিস্টযাগের পরপর প্রেরণাপত্রটির বাংলা অনুবাদটির মোড়ক উন্মোচন করেন চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি ও এপিসকপাল যুব কমিশনের সভাপতি পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। সীনডোত্তর প্রেরণাপত্র "খ্রিস্ট জীবিত" বাংলায় সম্পাদনার মূল দায়িত্বে ছিলেন এপিসকপাল যুব কমিশনের নির্বাহী সচিব ও জাতীয় যুব সমন্বয়কারী শ্রদ্ধেয় ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসি। অনুবাদ কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন ও

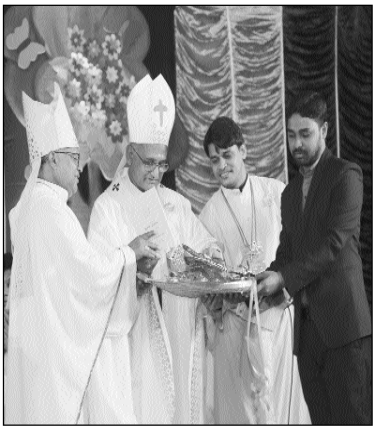

দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তাদেরকে তিনি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এই প্রেরণাপত্রটি সংগ্রহ ও মন দিয়ে পড়ার জন্য যুবাদের বিশেষভাবে আহ্বান ও উৎসাহিত করেন।

স্থানীয় কৃষ্টিতে বরণানুষ্ঠান ও পরিচিতি

সান্ধ্যভোজের পরপরই শুরু হয় বরণ ও পরিচিতি অনুষ্ঠান। স্থানীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে সকল অতিথি ও যুবাদের বরণ করে নেয় চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের যুবারা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উত্তোরীয় পরিয়ে বিশপ মহোদয় ও যুব সমন্বয়কারীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী নাচের মধ্য দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় ৮টি ধর্মপ্রদেশ হতে আসা যুবাদের। অংশগ্রহণকারীদের খাওয়ানো হয় স্থানীয় মিষ্টি ও পান একই সাথে হাতে পরিয়ে দেওয়া হয় রাখী। অতঃপর পরিচিতি পর্বে বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের যুবারা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত পরিচয় তুলে ধরার পর বৃক্ষের আদলে তৈরি সবুজ স্টিকার বাংলাদেশের মানচিত্রে লাগানো হয়। পরিশেষে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন, আগামীদিনের কিছু দিকনির্দেশনা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

১৬ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বর্ণাঢ্য যুব র‍্যালী

যুব দিবসের একটি আনন্দঘন আয়োজন ছিল বর্ণাঢ্য যুব র‍্যালী যার বিশেষ দিক বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৬ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সকাল ৮:৩০ মিনিটে নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাজে সজ্জিত হয়ে নাচ, গান, ঢাক-ঢোল, বাঁশির আওয়াজে যুবাদের আনন্দ মিছিল দিয়াং এর ঘরে ঘরে পৌছে দেয় যুব দিবসের আনন্দ বার্তা। তাদের শ্লোগান আর প্ল্যাকার্ড যিশুর বাণী ছড়িয়ে দেয় মরিয়ম আশ্রমের প্রতিটি মানুষের অন্তরে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বর্ণাঢ্য যুব র‍্যালীর পর জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন অতঃপর জাতীয় যুব সঙ্গীতের সাথে এপিসকপাল যুব

কমিশন ও ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের পতাকা উত্তোলন-এর মাধ্যমে শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর শিরীণ আখতার। সভাপতি হিসেবে ছিলেন বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি, জেমস গমেজ, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস এবং জাতীয় ও ধর্মপ্রদেশীয় যুব সমন্বয়কারীগণ। প্রধান অতিথি ডক্টর শিরীণ আখতারে তার বক্তব্যে যুবাদের উদ্দেশে বলেন, 'একাগ্রতা থাকলে স্বপ্ন পূরণ হয়। সব ধর্মের মূল সূত্র একটাই মানুষের কল্যাণ করা। সব ধর্ম একটা কথাই বলে, জাগ্রত হও। অন্যায়-অসত্যের প্রতিবাদ করো। তুমি নিজে জাগো এবং অন্যকেও জাগাও।' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো ছিল বরণ নৃত্য, স্বাগত ও ধন্যবাদ বক্তব্য, বিশেষ অতিথিদের মূল্যবান সহভাগিতা, ৩৫তম জাতীয় যুব দিবসের লোগো উন্মোচন, লোগোর ব্যাখ্যা, থিম সং, যুব দিবসের বিশেষ সংখ্যা 'যুব দৃষ্টি' প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন, থিম সং এর উপর নৃত্য পরিবেশন এবং সকল অতিথিদের ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান।

হ্যারিটেজ কর্ণার

জাতীয় যুব দিবসকে কেন্দ্র করে প্রতিটি ধর্মপ্রদেশ প্রস্তুত করেছে তাদের নিজস্ব হ্যারিটেজ কর্ণার যেখানে ছিল- ধর্মপ্রদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পরিচিতি, ভৌগলিক অবস্থান, উল্লেখযোগ্য মিশনারী সম্পর্কে তথ্য, ধর্মপ্রদেশের উল্লেখযোগ্য কৃষ্টি-সংস্কৃতির পরিচিতি, ব্যবহৃত

ঐতিহ্যপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রী ও বিশেষত্ব প্রদর্শন, ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন এবং একটি নির্দিষ্ট প্রাসঙ্গিক ও সমসাময়িক মূলভাব। হ্যারিটেজ কর্ণার প্রস্তুতির উদ্দেশ্য ছিল নিজ নিজ ধর্মপ্রদেশকে অন্য ধর্মপ্রদেশের ভাই-বোনদের কাছে তুলে ধরা। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি এবং যুব সমন্বয়কারীগণ প্রত্যেক ধর্মপ্রদেশের হ্যারিটেজ কর্ণারগুলোতে গিয়ে ফিতা কেটে এর শুভ উদ্বোধন ও পরিদর্শন করেন।

মূলসুরের উপর উপস্থাপনা

৩৫তম জাতীয় যুব দিবসের মূলভাব "যুবক আমি তোমাকে বলছি উঠ (লুক ৭:১৪)" এ বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন, পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি। তিনি তার সহভাগিতায় উক্ত মূলসুরকে নিয়ে বাইবেলের আলোকে কিছু ইতিহাস, মানবিক বিপর্যয়, ঐশরিক সহমর্মিতা ও সান্ত্বনা, ঐশরিক সহমর্মিতার ফল ও ঐশরিক সহমর্মিতার সামনে যুবাদের সাড়াদান ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন। তিনি তার সহভাগিতায়, পরস্পরের প্রতি সহমর্মী হতে যুবাদের আহ্বান করেন।

আলোক শোভাযাত্রা ও রোজারীমালা প্রার্থনা

সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় দিয়াং মরিয়ম আশ্রম স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে মা মারী-য়ার তীর্থস্থানের গ্রোটো পর্যন্ত আলোর শোভাযাত্রা ও পবিত্র জপমালা

প্রার্থনা। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক যুবা হাতে মোমবাতি নিয়ে মা-মারীয়ার গান গেয়ে মা-মারীয়ার পদতলে সমবেত হয়, হাতের জ্বলন্ত প্রদীপ মারীয়ার গ্রোটোতে অর্পণ করে মায়ের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করে এবং রোজারীমালা প্রার্থনা করে। অংশগ্রহণকারী যুবারা অতি ভক্তিপূর্ণভাবে এই আলোর শোভাযাত্রা ও জপমালা প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে।

ক্যাম্প ফায়ার

জাতীয় যুব দিবসের অন্যতম আকর্ষণ ছিলো ক্যাম্প ফায়ার। তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে চলে যুবাদের ক্যাম্প ফায়ার। আগুন আশীর্বাদ, আগুনের ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও ক্যাম্প ফায়ার এর তাৎপর্য প্রকাশ করে শুরু হয় ক্যাম্প ফায়ার। এ্যাকশন সং এর মধ্যদিয়ে চলে পরিচয়পর্ব। তাছাড়া বিভিন্ন গঠনমূলক বিষয়ের উপর ছিল যুবাদের ও যুব সমন্বয়কারীদের মূল্যবান সহভাগিতা এবং এর ফাঁকে ফাঁকে চলতে থাকে বিভিন্ন কৃষ্টির গান, নাচ, সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা ও হাল্কা জলযোগ। অতঃপর সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন, আগামীদিনের কিছু দিকনির্দেশনা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

১৭ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

টক'শো

এবারের জাতীয় যুব দিবসের একটি সৃজনশীল ও আকর্ষণীয় বিষয় ছিল যুব বিষয়ক সিনডের উপর টক'শো। গত ২০১৭ - ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতালির রোম নগরীতে বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন পর্যায়ে যুব বিষয়ক সিনড অনুষ্ঠিত হয়েছে। যথা: ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুতিমূলক

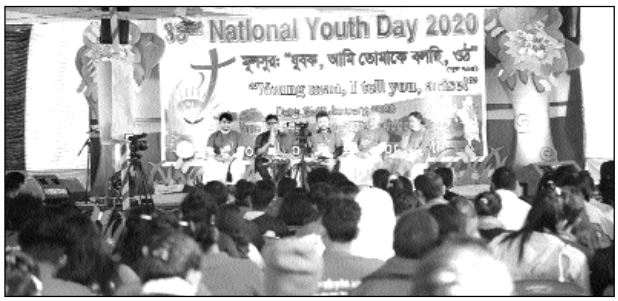

সভা, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে প্রাক্ সিনডীয় সভা ও অক্টোবর মাসে ১৫তম বিশ্ব বিশপগণের মহাধর্মসভা (সিনড) এবং ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ১১তম বিশ্ব যুব ফোরাম। এপিসকপাল যুব কমিশন, সিবিসিবি-এর পক্ষ থেকে ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাডিস পেরেরা সিএসসি, নির্বাহী সচিব, এপিসকপাল যুব কমিশন; উইলিয়াম নকরেক, তৎকালীন সভাপতি, বিসিএসএম, পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, সভাপতি, এপিসকপাল যুব কমিশন; প্যাট্রিক দৃশ্য পিউরীফিকেশন, সভাপতি, বিসিএসএম ও মিলিশা গমেজ, যুব এনিমেটর, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ সেসকল যুব বিষয়ক সিনডে ও যুব ফোরামে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাদেরকে মূলবক্তা বা আলোচক হিসাবে রেখে অনুষ্ঠিত হয় যুব বিষয়ক সিনডের উপর বিশেষ টক'শো যা ছিল খুবই সৃজনশীল, আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত।

জেগে ওঠা যুবাদের গল্প

৩৫তম জাতীয় যুব দিবসের সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী ঘটনা ছিল জেগে ওঠা যুবাদের গল্প। অর্থাৎ নিজ ধর্মপ্রদেশে যেসকল যুবারা গতানুগতিক জীবন যাপন না করে মণ্ডলী, সমাজ বা দেশের জন্য কিছু ব্যতিক্রমধর্মী সেবামূলক বা উন্নয়নমূলক কাজ করছে যা দেখে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হচ্ছে; তেমন যুবাদের কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের উপর ছিল ভিডিও প্রতিবেদন ও ব্যাক্তিগত সহভাগিতা। তাদের সহভাগিতায় ছিল অনেক সংগ্রাম, চ্যালেঞ্জ, ব্যর্থতা, হাসি-কান্না, ভালোবাসা ও সফলতা। আরো ছিলো প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা, না পাওয়ার কষ্ট এবং কঠোর পরিশ্রমের পর আশার আলো। বিভিন্ন সংগ্রামের মাঝেও তারা যিশুর পথ থেকে সরে যায়নি বরং নিজেদের লক্ষ্য স্থির রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জেগে ওঠা যুবাদের গল্প এতো বেশি বাস্তব, আবেগময় ও অনুপ্রেরণাদায়ী ছিলো যে, যারা তা শুনছিলো তারা কেউ তাদের চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি। এই যুবাদের জীবন সহভাগিতা থেকে অন্যান্য যুবারাও শিক্ষা নেয়েছে জীবন ধ্বংসের জন্য নয়, জীবন একটাই যত কষ্ট আর ব্যর্থতাই আসুক না কেন, পড়ে গেলেও আবার ওঠে দাঁড়াতে হবে, ঘুড়ে দাঁড়াতে হবে এবং সাহস নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

জীবন্ত ক্রুশের পথ, পবিত্র ক্রুশের আরাধনা ও পাপস্বীকার

চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের যুবাদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় জীবন্ত ক্রুশের পথ। পাহাড়ী পথে এই জীবন্ত ক্রুশের পথ ছিলো অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ও হৃদয়স্পর্শী যা অনেক যুবাদের জন্য ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। এর পরপরই অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের

পরিচালনায় পবিত্র ক্রুশের আরাধনা ও পাপস্বীকার। সকল যুবত-যুবতীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে এবং ক্রুশের কাছে হাঁটু গেড়ে নিবিড়ভাবে দীর্ঘ সময় ধরে প্রার্থনা করে। এ যেন ছিল ঈশ্বরের হারিয়ে যাওয়া সন্তানের ফিরে আসার চিত্র যেখানে পবিত্র যুব ক্রুশের সাথে একাকার হয়েছে যুবাদের পুনর্মিলনের আনন্দঅশ্রু।

১৮ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

ছোট ছোট দলে কর্মশালা

জাতীয় যুব দিবসের ৪র্থ দিনে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহিত ও নিবেদিত জীবনের উপর কর্মশালা পরিচালনা করেন ফাদার মিন্টু এল পালমা, জুডিশিয়াল ভিকার, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ। তিনি বলেন ব্রতীয় জীবন ও বিবাহিত জীবন উভয় জীবনই ঈশ্বরের পরিকল্পনায় চালিত তাই সেই আহ্বানে আমাদের বিশ্বস্তভাবে সাড়া দিতে হবে। বাইবেল ও খ্রিস্টবিশ্বাসের উপর কর্মশালা পরিচালনা করেন ফাদার শিমন প্যাট্রিক গমেজ, পরিচালক, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী। তিনি বলেন বাইবেল, ঈশ্বরের বাণী যা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় মানুষ দ্বারা রচিত। ঈশ্বরের দেয়া জ্ঞান বুদ্ধিকে আরও সৃষ্টিশীলভাবে মানব কল্যাণে পরিপূর্ণভাবে আমাদের ব্যবহার করতে হবে। খ্রিস্টে আমরা দীক্ষিত ও প্রেরিত এই বিষয়ের উপর কর্মশালা পরিচালনা করেন ফাদার লেনার্ড রিবেরু, জুডিশিয়াল ভিকার, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ। তিনি বলেন খ্রিস্টে আমরা দীক্ষিত ও প্রেরিত তাই জীবন দিয়ে যেন খ্রিস্টকে প্রচার করি।

মূল্যায়ন, ব্যক্তিগত অঙ্গীকার ও কর্মপরিকল্পনা

জাতীয় যুব দিবসের শেষের দিকে অংশগ্রহণকারী যুবারা ধর্মপ্রদেশভিত্তিক বসে গত ৪দিন যাবৎ জাতীয় যুব দিবসে যোগদান করে যেসকল বিষয়গুলো অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার অনুধ্যান ও মূল্যায়ন করে সবার সাথে সহভাগিতা করে। তাদের অনুধ্যান ও মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে তারা কিছু ব্যক্তিগত অঙ্গীকার গ্রহণ করে এবং নিজ ধর্মপ্রদেশে বা ধর্মপল্লীতে ফিরে গিয়ে তা পালন করবে বলে

প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রতিটি ধর্মপ্রদেশের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ ধর্মপ্রদেশের যুবক-যুবতীদের ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞা ও কর্মপরিকল্পনার লিপিবদ্ধ করেন।

মহাখ্রিস্টযাগ ও যুব প্রতিজ্ঞা

সমাপনী মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এপিসকপাল যুব কমিশন এর চেয়ারম্যান পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি। সাথে ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি এবং অন্যান্য ফাদারগণ। পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত হাওলাদার সিএসসি তার উপদেশে যুব দিবসের ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন এবং যুবাদের জেগে ওঠার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। খ্রিস্টযাগের পর বুকে হাত রেখে যুব প্রতিজ্ঞা পাঠ করা হয় এবং ৪জন যুবা প্রতিনিধি এই ৩৫তম জাতীয় যুব দিবসে তাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় কী ছিলো, ভালো লাগার বিষয়গুলো কী ছিল এবং যুব দিবসে থেকে জীবনের পাথেয় হিসেবে কী নিয়ে যাছে এই বিষয়গুলোর ওপর সংক্ষিপ্তভাবে সহভাগিতা করে। একই সাথে ফিরে গিয়ে অন্যান্য যুবাদেরকেও জাগিয়ে তুলবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সমাপনী খ্রিস্টযাগের পর ৩৫তম জাতীয় যুব দিবস ২০২০-এর আহ্বায়ক এবং এপিসকপাল যুব কমিশনের নির্বাহী সচিব শ্রদ্ধেয় ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসি, তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন এবং ৩৫তম জাতীয় যুব দিবস সুন্দর ও সার্থক করার জন্য যারা নিরলসভাবে পরিশ্রম ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের করেছেন তাদের সকলকে এপিসকপাল যুব কমিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিশেষ করে চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল, যুব সমন্বয়কারী, স্বেচ্ছাসেবক সকল যুবক-যুবতী, বিভিন্ন কমিটির সকল সদস্য এবং ধর্মপ্রদেশীয় সকল যুব সমন্বয়কারীকে তিনি ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান।

যুব ক্রুশ হস্তান্তর ও সমাপ্তি ঘোষণা

পরিশেষে, বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি, সভাপতি, এপিসকপাল যুব কমিশন, ৩৫তম জাতীয় যুব দিবসের সমাপ্তি এবং একইসাথে ৩৬তম জাতীয় যুব দিবস ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর আয়োজক ধর্মপ্রদেশের নাম ঘোষণা ক'রে এপিসকপাল যুব কমিশনের নামে যুবাদের কাছে যুব ক্রুশ হস্তান্তর করেন। এই সময় আনন্দের জোয়ার বয়ে যায় সকল যুবাদের মধ্যে। নিজস্ব কৃষ্টির বাদ্য-যন্ত্র বাজিয়ে

ঈশ্বরের জয়গান গাইতে থাকে। ৩৬তম জাতীয় যুব দিবস ২০২১ অনুষ্ঠিত হবে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে।

আধ্যাত্মিক অনুশীলন, এনিমেশন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও ৪দিন ব্যাপী এই জাতীয় যুব দিবসে ছিল নিয়মিত খ্রিস্টযাগ ও প্রার্থনা, সেশনের ফাঁকে ফাঁকে ছিলো ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক চমৎকার এনিমেশন ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা যা ছিল খুবই সৃজনশীল, শিক্ষণীয় ও আনন্দপূর্ণ। এছাড়া জাতীয় ও ধর্মপ্রদেশীয় বিভিন্ন যুব কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন, উন্মুক্ত আলোচনা, সহভাগিতা ও মূল্যায়ন।

শেষ কথা

৩৫তম জাতীয় যুব দিবস ছিলো যুবাদের জাগিয়ে তোলার যুব দিবস। মূলসুরের সাথে মিল রেখে এবারের জাতীয় যুব দিবসটি সাজানো হয়েছিল। আর নয় মৃত্যু আর নয় ধ্বংস, আমাদের যুবারা নতুন সৃষ্টির জন্য কেননা যুবাদের মাঝে আছে নতুন সম্ভাবনা। মাতামণ্ডলী তাই যুবাদের নিজেদের দিকে ফিরে তাকাতে ও মূল্যায়ন করতে আহ্বান করেন। তাদের সকল দুঃখ, বিদ্বেষ, সংকট, ক্ষত, সীমাবদ্ধতা, হতাশা, ব্যর্থতা ইত্যাদি যা তাদের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও নৈতিকভাবে মৃত করে রেখেছে বা ওঠে দাঁড়াতে দিচ্ছে না সেই বিষয়গুলো নির্ণয় করে অনুপ্রাণিত করে এবং তা যিশু ও মা মারীয়ার কাছে নিবেদন করতে বলেন। যিশুর ভালবাসার গুণে, মা মারীয়ার সহায়তায় এবং নিজেদের সদিচ্ছাই ও প্রচেষ্টায় তারা যেন পুনরায় ওঠে দাঁড়াতে ও নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারে। পুনরায় ওঠে দাঁড়াতে বা নতুনভাবে শুরু করতে কেউ যদি পিছিয়ে পড়ে তবুও সেই পিছিয়ে পড়া যিশুর ভালাবাসার কাছে কোন দেরী নয়। সুতরাং যুবা বন্ধুরা 'জেগে ওঠ' এই জেগে ওঠা হোক ঈশ্বরের কাছে যুবাদের ভালবাসার নৈবেদ্য॥ ❑

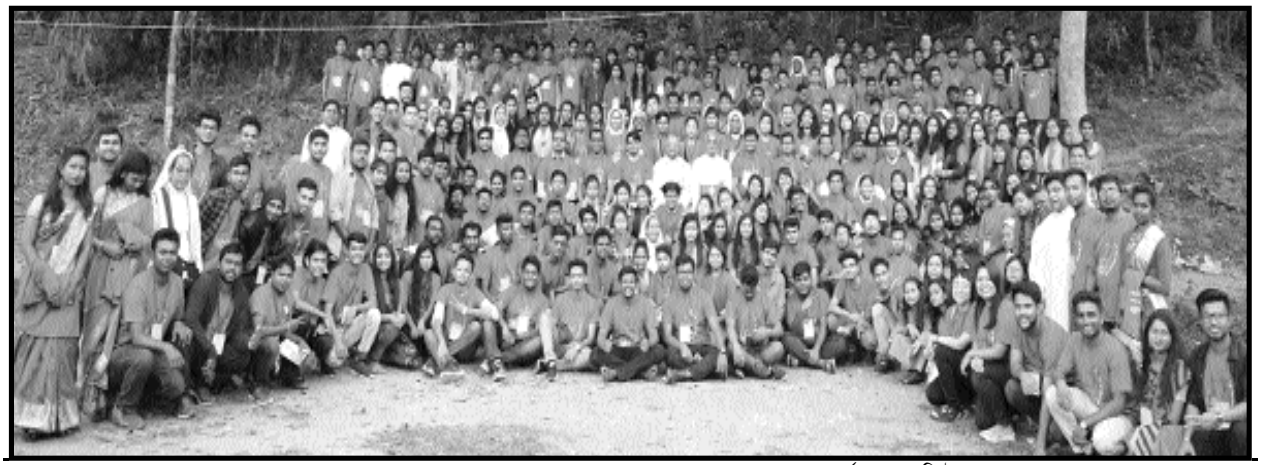

তোমাকে হারিয়ে

ব্রাদার অন্তর কর্ণেলিয়াস কস্তা সিএসসি

অনিক আর ঈশিতার পরিচয় হয় এক বিয়েতে। বিয়েটি ছিল অনিকের দাদার ও ঈশিতার বান্ধবী উপমার, দিদির। উপমা ও তার দিদি (সুমি), দু'জনের অনেক বলাবলি পর ঈশিতা রাজি হয়েছিল বিয়েতে যোগ দেওয়ার জন্য, কারণ বিয়ের তিনদিন আগে ঈশিতাকে তারা আসার জন্য বলেছিল, যেহেতু বিয়েটি ছিল বড়দিনের পরপরই তাই তিনদিন আগে আসা একটু কষ্টের ব্যাপার ছিল, কারণ বাড়ির পাশেও একটি বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল কিন্তু মানুষ যে বলে "কষ্টের পরেই নাকি ভাল কিছু পাওয়া যায়", তাহলে কি ঈশিতার জীবনে ভাল কিছু আসবে? ঈশিতা বিয়ের তিনদিন আগেই উপমাদের বাড়িতে আসল, সে অনুভব করল বাড়িতে বিয়ের ভাব চলে এসেছে, সবাই ব্যস্ত তাদের কাজ নিয়ে, তার বান্ধবী উপমা তাকে নিয়ে সাজানের কাজে হাত দিয়েছে।

ঈশিতা উপমাকে জিজ্ঞেস করল "দুলাভাইয়ের নাম কি যেন রে!"

উপমা বলল : অর্পণ।

ঈশিতা বলল : "আমার তো দেখা বা কথা কিছুই হলে না রে দুলাভাইয়ের সাথে, আর এখন বিয়েতে এসে কেমন জানি লাগছে"।

উপমা বলল: সমস্যা নেইরে আমি তোর কথা বলেছি দুলাভাইকে, আমাদের ছোট বেলা থেকে একসাথে

বেড়ে ওঠা, তুই আমার আপন বোনের মত, পড়াশোনার জন্য তুই ঢাকায় আছিস, বড়দিনে ছুটিতে বাড়িতে

আসবি। তারপর বলেছি তুই নাচে, গানে কতটা পারদর্শী।

ঈশিতা বলল : এগুলো আবার বলতে গেলি কেন?

উপমা বলল : কোন বলব না রে, যার যা গুণাবলী আছে তা প্রকাশ করতে হয়, তাছাড়া আমার একটা পরিকল্পনা আছে। দিদির হলুদ ছোঁয়ায় দুই জন মিলে নাচব। তুই কি মনে করিস ?

ঈশিতা বলল : তুই এতো সুন্দর পরিকল্পনা করেছিস, আমার কিছু বলার নেই। আমি রাজি আছি। আচ্ছা, দিদিকে কি জানিয়েছিস্ নাচের কথা?

উপমা বলল : না রে, আমি ভেবেছি দিদি জন্য উপমার ও ঈশিতা হতে বিয়ের উপহার দিব এই কথা বলে,

হাসতে শুরু করে দু'জনই।

সুমি অনেকক্ষণ ধরেই দূর থেকে দু'জনকে লক্ষ্য করছিল। তাই তাদের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য সেও আসল।

সুমি বলল : অনেকক্ষণ ধরে দেখছি দু'জন খুব রসের আলাপ করছিস, কিসের এতো রসের কথা বলতো আমায় আমিও তোদের

সাথে একটু হাসাহাসি করি।

উপমা বলল : না দিদি তেমন কিছু না, ওই দুলাভাইয়ের বিষয়ে বলছিলাম।

সুমি বলল : আমার বরকে নিয়ে হাসাহাসি করছিস কেন?

উপমা বলল : না রে তোর বরকে নিয়ে হাসাহাসি করছি না। সেইটা অন্য একটা কারণ বলা যাবে না।

ঈশিতা দুলাভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করছিল।

সুমি বলল : আমি মনে হয় অনুমান করতে পারছি, অন্য কারণটা কি। অন্য কারণটা নিশ্চয় "অনিক"।

ঈশিতা বলল : অনিক আবার কে? তুই আমাকে বলিস নি তো উপমা।

সুমি বলল : বলেনি তোমাকে তোমার প্রাণ প্রিয় বান্ধবী। এখন থাক, পরে শুনে নিও, একটা কথা বলতে এসেছিলাম, বিকালে তদের দুলাভাই আসছে, সাথে অনিকও আসছে, শুনছেন ম্যাডাম "উপমা"।

তারপর সুমি চলে গেল, এই দিকে ঈশিতা খুব উৎসুক, অনিকের ব্যাপারে জানার জন্য, কি হয়েছে উপমা আর অনিকের? অনেক বলাবলি করার পর উপমা ঈশিতাকে বলল, অনিকে সে পছন্দ করে। রাতে ঘুমাতে গেলেও সে শুধু অনিকে নিয়েই ভাবে কত রাত সে এই ভাবে নিরঘুম অবস্থায় কাটিয়েছে।

ঈশিতা বলল: অনিকের সাথে কি ফোনে কথা বলিস না?

উপমা বলল : না রে, ফোনে কথা হয় না তবে ফেসবুকে চেটিং হয়। তবে আমার মনে হয় না ও আমাকে পছন্দ করে, এখন তুই যেহেতু জেনে গিয়েছিস, দয়া করে তুই কি আমায় সাহায্য করতে পারবি।

ঈশিতা বলল : অবশ্যই আজ আসুক তারপর দেখা যাবে কি করা যায়।

অপেক্ষার সময় যেন শেষ হতে চায় না উপমার কাছে, কখন আসবে অনিক। বিকালে উপমার অপেক্ষার অবসান ঘটে, অনিক তার দাদা অর্পণের সাথে তাদের বাড়িতে আসে, উপমার মনে হয় তাদের বাড়ি যেন আলোয় ভরে ওঠেছে। আসার সময়ই দূর থেকে উপমা ঈশিতা দেখিয়ে বলল ওই যে অনিক আসছে। অর্পণ, অনিক ও সুমি বসে বসে গল্প করছে বিয়ের কেনা-কাটা কতটুকু হয়েছে, আত্মীয়-স্বজন সবাই নিমন্ত্রণ পেয়েছে কিনা, কথার মাঝে দু'বান্ধবীর আগমন.....

অর্পণ উপমাকে দেখে বলল: শালিকা আমার কেমন আছে? তোমার পাশে কে? নিশ্চয়, তোমার বান্ধবী "ঈশিতা"।

উপমা বলল: "হ্যাঁ" তুমি ঠিক ধরেছ দাদা।

এদিকে অনিক ভাবনার জগতে ঘুরছে, ঈশিতা নাম যতটা সুন্দর তার চেয়ে ঢের গুণ সুন্দর তাকে দেখতে। একটা মানবী এতটা সুন্দর কিভাবে হয়, ঈশ্বর মনে হয় ঈশিতাকে খুব যত্ন করে সৃষ্টি করেছে, যা দেখে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। অনিক ঈশিতার দিকে এমন করে তাকিয়ে আছে যে ঈশিতাই লজ্জা পাচ্ছে তার চোখের দিকে তাকাতে। উপমার কথায় অনিকের ঘোর কাটে।

উপমা বলল : কেমন আছ অনিক?

অনিক বলল : "হ্যাঁ" ভালো আছি।

উপমা বলল : চলো আমরা গ্রামে ঘুরে আসি।

তারপর সুমি ও অর্পণকে রেখে তারা ঘর থেকে বেড়িয়ে আসল। ভালবাসার মানুষ কাছে থাকলে সব কিছুই যেন রঙিন মনে হয়, সেই অনুভূতিই হচ্ছিল উপমার মাঝে অনিকের জন্য, আর অনিকের মাঝে ঈশিতার জন্য। ওই দিন অনিক ও অর্পণ সন্ধ্যায় চলে যায়। রাতে উপমা ঈশিতাকে অনিকের ফেসবুক বন্ধু করে দেই। এতে অনিক কিন্তু অনেক আনন্দিত হলো, কারণ সেও চেয়েছিল ঈশিতাকে তার বন্ধু করে পেতে। মনে মনে সে ভাবল এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। ঈশিতা চেটিং এর মাঝে যতই উপমাকে টানে, ততই অনিক উত্তর এড়িয়ে যায়। অনিক বুঝাতে চায় সে কতটা ঈশিতাকে ভালবাসে। তাই অনিক ঈশিতাকে ভালবাসার প্রস্তাব করে। কিন্তু ঈশিতা কোনভাবেই রাজি হয় না। কারণ সে কখনো তার বান্ধবীর সাথে এমন প্রতারণা করতে পারবে না।

আজ অর্পণ ও সুমির হলুদ ছোঁয়া অনুষ্ঠান, সকাল থেকেই হৈ চৈ সারা বাড়িতে। বিকালে হলুদ ছোঁয়া অনুষ্ঠানে উপমা ও ঈশিতা নাচ করে,"মঙ্গল দ্বীপ জ্বেলে"-এই গানে। অনিক একমন-একপ্রাণ হয়ে ঈশিতার নাচ দেখছিল আর ভিডিও করছিল। নাচ শেষে অনেকেই তাদের শুভেচ্ছা জানাই, এই দিকে উপমা অপেক্ষা করে কখন অনিক আসবে শুভেচ্ছা জানানের জন্য। অনিক হাতে করে হলুদ নিয়ে

আসে এবং দু'বান্ধবীর খ্রিস্টাব্দেই আলতো করে মাখিয়ে শুভেচ্ছা জানাই, তারাও অনিককে হলুদ মাখায়। এই দিকে ঈশিতা হয়ে পড়ে অনিকের প্রতি, কারণ অনিক অনেক হাসি-খুশি, দেখতে সুন্দর, পড়ালেখা ভাল, কোন প্রকার মাদক সেবন করে না, সহজ-সরল জীবন যাপন। ঈশিতার ঠিক এই রকম ছেলেই পছন্দ। কিন্তু বান্ধবী উপমার ভালবাসার জন্য সে কিছু বলবে না বলে ঠিক করেছে। এদিকে উপমা কিছুটা অনুমান করতে পেরেছে অনিক ঈশিতাকে কতটা ভালবাসে, কারণ সে ঈশিতার ফেসবুকের ম্যাসেজগুলো দেখেছে, কতবার অনিক ঈশিতাকে ভালবাসার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু ঈশিতা তা গ্রহণ করেনি। কারণ ঈশিতা জানে উপমা অনিককে কতটা ভালবাসে। মেয়ের বাড়ির অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সবাই ছেলের বাড়িতে গায়ে হলুদ দিতে গেল তখন উপমা ঈশিতাকে বলল আজ যদি অনিককে একটা উপহার দেওয়া যায় তাহলে কেমন হবে রে । ঈশিতা বলল অনিককে আবার কি উপহার দেব ? উপমা বলল তকে একটা কথা বলি শোন ভালবাসা কখনো একতরফা হয় না দেখ, আমি কিন্তু অনিককে অনেক চেয়েছিলাম কিন্তু সে তো আমায় চায় না, জোর করে কি কাউকে ভালবাসা যায়? যায় না, আর একটি কথা আমি কিন্তু তোর আর অনিকের সম্পর্কের কথাটা জানতে পেরেছি, তকে কতবার অনিক ভালবাসার প্রস্তাব দিয়েছে। আর তুই আমাকে সাহায্য করবি বলে ওর প্রস্তাব গ্রহণ কতবার অগ্রাহ্য করেছিস্। এখন আমি চাই তুই অনিকের প্রস্তাব গ্রহণ কর, যদি তুই চাস। ঈশিতা বলল তুই এতকিছু কিভাবে জানলি? উপমা বলল, প্রথম দিন তুই যখন অনিকের সামনে গেলি তখন অনিক তোকে যেভাবে দেখছিল, সেদিনই বুঝেছি অনেক তোর মাঝে ওর ভালবাসা খুঁজে পেয়েছে। আর আমি চেয়েছি তের সাথে যেন ওর ভালবাসার সম্পর্ক হয়। তাই আমি তকে ওর ফেসবুক বন্ধু করে দিয়ে ছিলাম। ঈশিতা বলল ও তা হলে এই কথা। ঈশিতা বলল: আমারও অনিককে খুব ভালো লেগেছিল, কিন্তু ভালোলাগা থেকে কখন যে ভালবেসে ফেলেছি তা বুঝিনি। শুধু তোর সাথে আমি কখনো প্রতারণা করতে চাইনি বলে, অনিককের প্রস্তাবনায় সম্মতি দেই নি। উপমা বলল দেরি করছিস কোন এখনি বলে দে অনিককে "I love you too"। ঈশিতা মোবাইল বের করে অনিককে ম্যাসেজ করল "I love you too"। ৫ মিনিটের মাথায় অনিক যেন কোথা থেকে উপস্থিত হল, এসে দেখল ঈশিতা ও উপমা বসে আছে, অনিককে দেখে উপমা বলল: আমি একটু ওয়াস রুমে যাব রে তোরা কথা বলল। উপমা ওয়াস রুমে গিয়ে অনেক কান্না করে কারণ যে অনিক নিয়ে সে রাতের পর রাত স্বপ্ন বুনেছে এইমাত্র তাকে তুলে দিয়ে এসেছে তার বান্ধবীর কাছে সে চায় তার বান্ধবী যেন ভাল থাকে এবং তার ভালবাসার মানুষও যেন সুখে থাকে। এভাবে শুরু হল এক নতুন ভালবাসার গল্প।

একমাস পর, ঈশিতা ও অনিকের ভালবাসার দিনগুলো খুব ভালোই যাচ্ছে। কিন্তু উপমা যেন কেমন আনমনা হয়ে গেছে মনে মনে ভাবে "ভালবাসা কি এমনই হয় কাউকে কাঁদায় আবার কাউকে হাসায়, কারো ঘর বাঁধে আবার কারো ঘর ভাঙ্গে।

হাসি-কান্না নিয়েই তো আমাদের জীবন তবুও কেন মেনে নিতে এতটা কষ্ট হয়। জীবনে কোন কিছু পেলে সেই আনন্দটা ভুলে থাকা যায় কিন্তু কোন কিছু হারালে কোন সেই দুঃখ মানুষকে কুড়ে কুড়ে খায়। এক সময় বাঁচার স্বাদটুকু কেড়ে নেয়। কিন্তু বেঁচে যে থাকতেই হবে নতুন দিনের আশায়, আরো উত্তম কিছুর জন্য, মনকে যে বোঝাতেই হবে আরও ভাল কিছু তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, কোন ভেঙ্গে পড়ছো, জীবনের যে এখনও অনেক কিছুই দেখা বাকি। সেই আশায় বসে থাকে উপমা, আর বলে ভালবাসা ভালে থেকো। আমি ভালই আছি "তোমাকে হারিয়ে"। কিছুদিন পর উপমা তার বাস্তব জীবনে ফিরে আসল। পড়াশোনা কাজ এই নিয়েই তার জীবন চলতে লাগল। মাঝে মাঝে উপমা ও অনিকের খোঁজ নেয়। আর তারা ভালো থাকলেই যেন তারও ভালো থাকা হয়...॥ ❑

23rd Death Anniversary

J.M.J.
With Loving Memory of our Daddy,
Late: Lionel Clifford Gomes.
Date & Place of Birth: 14th July 1939,
Padrishibpur, Barisal.
Died On: 4th March 1997 in Dhaka,
Buried in Satkhira

In tears we saw you sinking, we watched you fade away, you faced your task with courage, and your spirit did not bend.
And still you kept on fighting until the very end. God saw you getting tired, when a cure was not to be, so He put His arms around you and whispered "Come to Me"
And when we saw you sleeping so peaceful and free from pain. We could not wish you back to suffer that again.

Daddy, we always pray to the Almighty God to grant you eternal peace in heaven with our Mom.

You will always be in our mind and prayer as a great Father. We love and admire you Dad.

With Love & Respect
All Family Member's

বিপ/৬৫/২০

চিকিৎসা চালিয়ে নিতে আর্থিক অনুদানের আবেদন

আমি রঞ্জন ডি'কস্তা (৫৭)। গত বছর ডাক্তারগণ আমাকে নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা করার মধ্য দিয়ে জানান যে আমি কিডনী রোগে আক্রান্ত হয়েছি। ডাক্তারগণের আপ্রাণ চেষ্টায় আমি বর্তমানে সপ্তাহে দুইদিন ডায়ালাইসিস করে খুবই অসহায়ভাবে জীবনযাপন করছি। একদিকে সপ্তাহে দুইদিন ডায়ালাইসিসের অর্থ অপর দিকে ওষধপত্র কেনার অর্থ যোগান দিতে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। এমন দূর্বিসহ মুহূর্তে আমার চিকিৎসা সঠিকভাবে চালিয়ে নিতে এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। আমি এ পর্যায়ে এসে আমার সংসার চালানোর মতো খরচই যোগার করার সক্ষমতা নেই পক্ষান্তরে ডায়ালাইসিসের অর্থ যোগার করতে না পেরে আপনাদের সবার নিকট আর্থিক অনুদানের সহায়তা কামনা করছি। আপনাদের আর্থিক অনুদানে ও প্রার্থনায় আমি হয়তো পৃথিবীতে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারবো নয়তো সঠিকভাবে ডায়ালাইসিস করাতে না পারলে আমার জীবন কঠিন হয়ে যাবে। আমার গ্রামের বাড়ি রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী এবং বর্তমানে আমি ঢাকায় কালাচাঁদপুর পরিবার নিয়ে বসবাস করছি।

তাই, সমাজের সহৃদয়বান ও বিত্তবান, নানা প্রতিষ্ঠানের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাকে বাঁচাতে ডায়ালাইসিসের অর্থ যোগান দিতে একটু সহায়তা করুন।

আর্থিক অনুদান পাঠানোর ঠিকানা

রঞ্জন ডি কস্তা
মোবাইল : ০১৮২২ ১৫২৫৯৩
ডাচ বাংলা ব্যাংক
মহাখালী শাখা
হিসাব নম্বর : ১১৪ ১০৩ ২৪৪৭৬৩

অথবা
ফাদার সুবাস গমেজ, ওএমআই
ডি'মাজেনদ গির্জা
নয়ানগর, ঢাকা-১২১২

বিপ/৬৬/২০

সাধ্বী ক্যাথেরিন মারী ড্রেকসেন

মার্চ ৩

ক্যাথেরিন তাঁর নিরবতার জীবন পথের সাথে সংযুক্ত করেন ঈশ্বরের উপর তাঁর পূর্ণ নির্ভরতা এবং প্রার্থনাপূর্ণ মনোভাব। তিনি "আরাধ্য সংস্কার সিস্টার সন্ন্যাস সংঘ" স্থাপন করেন। এই সিস্টারদের কাজ হলো ভারতীয় আমেরিকান ও আফ্রো-আমেরিকানদের মাঝে মঙ্গলবাণী প্রচার করা এবং খ্রিস্টপ্রসাদীয় জীবন সহভাগিতা করা।

ক্যাথেরিন মারী পেনসেলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়ায় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা ক্যাথেরিনের মনের মধ্যে এই ধারণা সঞ্চারিত বা প্রবিষ্ট করেন যে ধনসম্পদ কেবলমাত্র অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের জন্যে এবং অন্যদের সাথে সহভাগিতা করার জন্য তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তাই জাতিগত বৈরিতাজনিত দাঙ্গাহাঙ্গামায় যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের জন্য তিনি তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তি দান করে দেন এবং জাতি পুনর্গঠনে নিজেকেও উৎসর্গ করেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারী আরাধ্য সংস্কার সিস্টারদের সন্ন্যাস সংঘে তিনি ধর্মব্রতিনী হিসাবে প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁর ধর্ম সম্প্রদায়ের সিস্টারদের কাজ ছিল মঙ্গলসমাচারের বাণী ও খ্রিস্টপ্রসাদীয় জীবন ভারতীয় আমেরিকান ও আফ্রো-আমেরিকানদের মাঝে সহভাগিতা করা বা প্রচার করা।

তাঁর জীবনকালে ক্যাথেরিন একটি মিশনারী সেন্টার স্থাপন করেন। তিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের অঞ্চলগুলোতে ষাটটি আফ্রিকান ও ভারতীয় আমেরিকানদের স্কুল খুলেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠা হলো নিউ অরল্যান্সে জেভিয়ার ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠা করা। ক্যাথেরিন ও তাঁর সিস্টারদের সেবাকাজের তালিকায় ধর্মশিক্ষা দান, সমাজ সেবা, বাড়ী ও পরিবার সাক্ষাৎ, হাসপাতালে গিয়ে রোগী ও কারাগারে গিয়ে কারাবন্দীদের যত্ন নেওয়া ইত্যাদি সেবাকাজগুলো ছিল।

তাঁর জীবনের শেষ আঠার বছর মারাত্মক অসুস্থতার জন্য তিনি ছিলেন প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চল। তিনি তাঁর শরীর একদম নড়াচড়া করতে পারতেন না। এই দীর্ঘ সময় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আরাধনা ও নিরন্তর ধ্যানী জীবনে উৎসর্গ করেন। শিশুকালে তিনি এমন জীবনই আশা করতেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ৩ মার্চ তিনি মারা যান। পোপ দ্বিতীয় জন পল কর্তৃক ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ১লা অক্টোবর সাধু পিতরের মহামন্দিরে সাধ্বী শ্রেণীভুক্ত হন॥ ❑

'দাও প্রভু, দাও তারে অনন্তজীবন'

প্রয়াত অতুল প্যাট্রিক গমেজ
জন্ম : ১৬ জুন, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৯-০২-২০২০ খ্রিস্টাব্দ

আমাদের প্রাণপ্রিয় ভাই অতুল প্যাট্রিক গমেজ। গত ১৯-০২-২০২০ খ্রিস্টাব্দে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাড়িতে সকাল ৯ঘটিকায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। সে ছিল বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, পরিশ্রমী, সহজ-সরল, প্রার্থনাশীল, দায়িত্ববান ও অতিথিপরায়ন। তার মৃত্যুর সময় যারা আমাদের শোকার্ত পরিবারের পাশে থেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, প্রার্থনা করেছেন এবং বিভিন্নভাবে সাহায্যে-সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। আমরা অতুল প্যাট্রিক গমেজের আত্মা চিরশান্তি কামরা করি। ঈশ্বর যেন তাকে স্বর্গে স্থান দেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

মা ও বাবা : (মৃত মতি গমেজ) হেলেন গমেজ
ভাই-ভাইবৌ : অমল-শর্মিলা, বিদ্যুৎ-কণা,
ভাই ও বোন : ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ
সিস্টার মেরী জয়া (এসএমআরএ)
ভাইস্তা ও ভাইস্তা বৌ : অংকন-মেঘলা, লিংকন-কৃপা, রিচার্ড
নাতি : মেঘ গমেজ
গ্রাম : বাঙ্গালহাওলা, মিশন : তুমিলিয়া।

বিপ/৫৩/২০

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

নতুন দশকের পৃথিবী

২০১৯ খ্রিস্টাব্দকে বিদায় দিলাম। এর সাথে শেষ হলো একটি দশক। কেমন ছিল বিদায়ী দশকটি। বাংলাদেশের জন্যে দশকটি ভাল ছিল। দেশের অর্থনীতি এগিয়েছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে। সত্যজিৎ রায়ের হীরক রাজার দেশের গুপী, বাঘাকে বলেছিল, আয়াস করে আলসেমিতে দশটি বছর পার করলাম, ভাল্লাগে না আর, এখন কাজ করতে হবে। বিগত বছরে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে ৮.১৬ শতাংশ হয়েছে। চলতি ২০১৯-২০ ন্যূনতম ৮ শতাংশ আভাস দেয়া হয়েছে। চলতি বছরে বাংলাদেশই এশিয়া মহাদেশে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বিকাশের দিকে এগিয়ে যাবে। জিডিপি প্রবৃদ্ধিও অর্থবছরে এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি হবে।

বাংলাদেশের কর্মজীবী নারীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, দেশের এটা এক বড় শক্তি। চলতি বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ প্রচুর বেড়েছে, বড় একটি অংশ ব্যয় হচ্ছে নারী-শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার পেছনে। এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক নারী শিক্ষার সম্প্রসারণে বাংলাদেশকে ১৯শত কোটি ডলার বিনাসুদে ঋণ দিয়েছে। তারা বলছে উন্নত দেশ হওয়ার আগেই প্রাথমিক শিক্ষা সুবিধার দিক থেকে এ অর্জন খুবই বিরল। ওয়াশিংটন ভিত্তিক উন্নয়ন সহযোগি দাতা সংস্থাটির মতে লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে, সমপরিমাণ নারী ও পুরুষ এবং শিশু প্রাথমিক শিক্ষার ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ পাচ্ছে।

বাংলাদেশের উৎপাদন খাতে বর্তমানে বিপুল পরিমাণ নারীকর্মী যুক্ত হয়েছে। পোষাক শিল্পে টেক্সটাইল শিল্পে প্রায় ৮০ শতাংশ কর্মীই নারী। এই নারীদের অধিকাংশই প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। নারী কর্মীদের শিক্ষিত হয়ে ওঠার ফলে এই বিকাশের চক্র অনেক গতিশীল হয়ে ওঠেছে। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী নারীরা তাদের শিশুদেরকেও শিক্ষিত করতে উদ্যোগ নিচ্ছে।

চীনের পরেই বিশ্বে দ্বিতীয় গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানিকারক দেশ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধানতম উৎস। আগামী ২০২০-২০২১ খ্রিস্টাব্দে পোষাক রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ৬০০০ কোটি টাকা। প্রায় ৫০০০ ছোট, বড়, মাঝারি ধরনের পোষাক কারখানায় উৎপাদন হচ্ছে, আগামীতে দূষণমুক্ত গ্রীণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে ঔষধ শিল্প পৃথিবীর ১০০টি দেশে বাংলাদেশের ঔষধ রপ্তানি করা হচ্ছে। ইস্পাত শিল্পে এবং সিমেন্ট শিল্পে বড় রকমের বিনিয়োগ হয়েছে। দ্রুত সম্প্রসারণ হচ্ছে সিরামিক, মোটর সাইকেল ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাত খাতও। মানুষের জীবন সহজ করেছে মোবাইল ফোনভিত্তিক বিভিন্ন আর্থিক সেবা এবং বিভিন্ন এ্যাপ আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুটা দুর্নীতিমুক্ত হয়েছে। যেমন-অনলাইনে কনট্রাক্ট প্রতিযোগিতা করা যায়।

এখনও অনেক নাজুক অবস্থায় রয়েছে বেসরকারী বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ, এই খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে পাবলিক সেক্টর এগিয়ে আসছে না; সরকারের উপর নির্ভর করে বিনিয়োগ করাতে; দেশের বৈদেশিক মুদ্রা কেনাকাটায় ব্যয় হয়ে যাচ্ছে, জ্বালানী ক্রয়ে প্রায় সব বৈদেশিক রপ্তানি আয় শেষ হয়ে যায়।

এই ব্যবস্থায় অসংখ্য অসাধু ঠিকাদার দিয়ে সরকারি বিনিয়োগ চলছে, দুর্নীতি কমছে না বরং বেড়ে চলছে এই বিরামহীন ঠিকাদারী ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ও বীমা ও ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ হয়েছে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে গচ্ছিত বৈদেশিক মুদ্রার ভোল্ট থেকে ৯ লক্ষ মার্কিন ডলার চুরির বড় অংশ ফেরত পাওয়া যায়নি। চুরির সাথে জড়িতদেরও ধরা হয়নি। রাজস্র আদায় আয় দেশের জিডিপি'র তুলনায় পৃথিবীর মধ্যে অর্ধ নিম্ন, মাত্র ১০.২ শতাংশ। দরিদ্র দেশ হিসাবে আমাদের যে দুর্নাম ছিল তা করেছে, দরিদ্র বিমোচনে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এর মধ্যে গত দশকের শেয়ার বাজার সেই কেলেঙ্কারির পরে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি।

শ্রমবাজারে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। নতুন ধরনের প্রযুক্তি, সফট্ওয়ার ভিত্তিক ও এ্যাপভিত্তিক দক্ষ শ্রমের বাজার বেড়েছে, তবে চাহিদা রয়েছে। নতুন ধরনের শ্রম বাজার তৈরী হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছে এবং অনেক দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জ প্রথমেই উৎরাতে না পারলে, বিশ্ব আমাদের রেখেই এগিয়ে যাবে। এই নতুন প্রযুক্তি উৎকর্ষ সভ্যতায় অংশগ্রহণ করতে হবে প্রযুক্তি শিক্ষা গ্রহণ করে। ভুলে গেলে চলবে না যে মানুষের কর্ম দ্বারা জীবন বিবর্তন সব সময়ই কারিগরিভাবে উন্নত জীবনের সভ্যতা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই রূপান্তরের ব্যাপকতা লাভ করেছে এক অভাবিত গতিতে। বিশ্ব প্রযুক্তিগত বিস্ময়ের দিকে ধাবমান হচ্ছে। রোবোটিক বিস্ময়। সারা বিশ্বের উৎপাদন, শিল্প, বাজার ও ব্যবস্থাপনা পাল্টে দিয়েছে মানব সভ্যতার ও মানুষের জীবনাচরণ। এখন পর্যন্ত সভ্যতার চারটি শিল্প বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে।

১. প্রথম শিল্প বিপ্লব ইংল্যাণ্ডে উৎপাদককে যান্ত্রিক ব্যবহার দিয়েছে, স্বল্প সময়ে অধিক উৎপাদককে যান্ত্রিক ব্যবহারে দিয়েছে স্বল্প সময়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়েছে যন্ত্রের দ্বারা, সাথে বাষ্প ব্যবহার করে জাহাজ দ্বারা পণ্য চালান দ্রুত হয়েছে।

২. দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক্স শক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সয়ংক্রিয় করা হয়েছে। এই বিপ্লবের সময়ই কৃষিকাজ মেশিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক্স দ্বারা তথ্য প্রযুক্তি উন্নত হয়েছে ও দ্রুত বেগে তথ্য আদান-প্রদান করা হয়েছে।

৩. তৃতীয় শিল্প বিপ্লবে কম্পিউটার সমস্ত কাজে উৎপাদনে, সরবরাহে, ব্যবস্থাপনায়, স্বাস্থ্যখাতে ও উপভবনে নতুন প্রযুক্তি শিল্পকে নিয়ে গেছে। তবে সেটার ভিত্তিমূল কম্পিউটার ও সফটওয়ার প্রযুক্তি। তথ্য আদান-প্রদান ও যাতায়াত খুবই দ্রুত গতিতে মানুষকে অবাক করে ফেলেছে।

৪. চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সূচনায় আছি। এই যুগ রোবোটিক যুগ, মানুষের উৎপাদন ও সরবারহের উৎকর্ষ সাধনের যুগ, মানুষের উৎপাদন ও সরবরাহের উৎকর্ষ সাধনের মিশ্রণের যোগফল। এই যুগকে আধুনিক যুগ বলা হয়েছে। মোবাইল ফোন শুধুমাত্র যোগাযোগ করছে না, নিমিষে বিনোদন, ব্যাংকিং আর্থিক লেনদেন সবই করা সম্ভব হচ্ছে। আমরা প্রযুক্তিগত বিস্ময়ের দ্বার গোড়ায় পৌঁছেছি, ক্রমে মানুষ পরিবর্তন হবে এক একটি ভার্চুয়াল জীবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের, অভাবিত অটোমেশনে মনের বিকাশের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক ও জৈবিক ব্যবস্থাকে একাকারভাবে ডিজিটাল করে ফেলবে। নতুন-নতুন এ্যাপ মানবিক বোধকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ, ধ্বংস করে দিয়ে, ন্যায়-নীতি, মূল্যবোধ, ঈশ্বর-প্রীতি, মানুষের মাঝে সম্পর্ক, ধর্মীয়বোধ, সহমর্মিতা সমুন্নত রাখা মুশকিল হয়ে উঠবে। নতুন মূল্যবোধের সনদ তৈরি করা হচ্ছে, মানব জন্মের প্রণালী ও উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত হতে শুরু করা হয়েছে।

সামনে মানুষের জীবন নিছক হতে বস্তুনির্ভর অর্থনৈতিক জীবন হবে, সেখানে বিনোদন, সহযোগিতা, সহমর্মিতা থাকবে না, মানুষের সামাজিক সত্তার বিকাশে বস্তুবাদ গুরুত্ব পাবে। বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে নতুন এক শ্রেণির মানুষ তৈরি হবে। টিকে থাকার নিরন্তর সংগ্রামে, মানুষের রম্যতা, আধ্যাত্মিকতা সবই স্তিমিত হয়ে যাবে, সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখতে কোন শ্রেণি থাকবে না। সত্য মিথ্যার চক্রে পড়ে মানবসমাজ ভবিষ্যতে কোনরূপে টিকে থাকবে সেটাই দেখার বিষয়। সময়কে জয় করার প্রক্রিয়া চলছে তবে সেটা অকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্সের' এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

"কিসের বর্ডার, কিসের কাঁটা তার
বিশ্বজুড়ে থাকবে মানুষ, পৃথিবীটা তো
জনতার।" - প্ল্যাকার্ড

তথ্যসূত্র: ফাইজ তাইয়ের আহমেদ, প্রতীক বর্মণ

ছোটদের আসর

বন্ধুর ভালবাসা

তন্ময় এ তজু

এক জঙ্গলে বাস করত এক সুন্দর পাখি ও একটি ছোট্ট সাদা গোলাপ ফুলের গাছ। তারা দু'জনে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। একদিন অবসর সময়ে তারা গল্প করছে। এমন সময় পাখিটি গোলাপ গাছকে বলল, "তুমিতো তোমার গাছে সুন্দর ফুল ফোঁটাও, এরপর সেই ফুলটি মানুষ ছিড়ে নিয়ে যায়। এতে কী তোমার কষ্ট হয় না?" গাছটি উত্তর দিল, না। কারণ, আমি নিজের ফুলকে অন্যের জন্য দান করি। এটাই আমার ধর্ম। পাখিটি বলল, তাহলে তোমার কী কোন কষ্ট নেই? গোলাপ গাছটি বলল, আছে। পাখিটি বলল, তাহলে তেমার কষ্ট তুমি আমার সাথে সহভাগিতা কর। গোলাপ গাছটি বলল, অপেক্ষা কর, বলছি। আমার কষ্ট হলো একটু অন্য রকম। তুমিও জান, আমিও জানি যে, গোলাপের সৌন্দর্য হয় লাল গোলাপের মধ্যে। কিন্তু আমি হলাম সাদা গোলাপ, আমি লাল গোলাপের মত নই এটাই আমার বড় কষ্ট। তখন পাখিটি বলল, সামনেই আসছে ভালবাসা দিবস। তাই আমি তোমাকে একটি ছোট উপহার দিতে চাই। গোলাপ গাছটি বলল, আমার কোন উপহার লাগবে না। দেখতে দেখতে ১৪ ফেব্রুয়ারি এসে পড়ল। সকাল-সকাল পাখিটি তার বন্ধুর কাছে গেল তাকে শুভেচ্ছা জানাতে। পরক্ষণেই পাখিটি গোলাপ গাছের কাঁটার মাঝে নিজেকে জড়িয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে রক্ত বের করল এবং সেই সাদা গোলাপের উপর গিয়ে রক্ত ঝড়িয়ে লাল করে দিল। আর বলল, আজকের দিনের এই শ্রেষ্ঠ উপহারটি বন্ধু হিসেবে তোমাকে দিলাম।

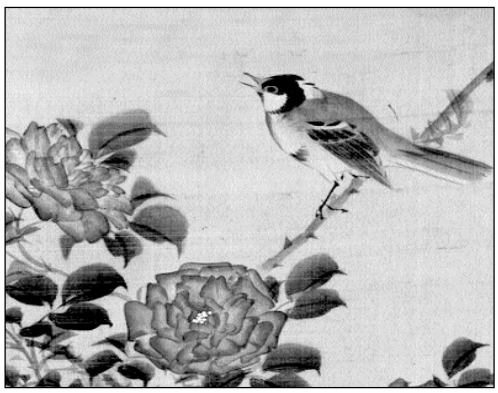

এই ছোট গল্পটি আমাদের শিক্ষাই দেয় যে, কিভাবে এক বন্ধুর প্রতি আরেক বন্ধুর আধ্যাত্মিক ভালবাসার প্রকাশ ঘটেছে। যিশু বলেছেন, "বন্ধুর জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালবাসা আর নেই।" এসো আমরাও পাখিটির মত আমাদের বন্ধুকে ভালবাসতে শিখি যেন অন্যেরা আমাদের দেখে বন্ধুকে ভালবাসতে অনুপ্রাণিত হয়॥ ❑

ভস্ম দেহ

পদ্মা সরদার

জন্মেছো যখন
একদিন তো মরতেই হবে,
নশ্বর এ দেহ
ধূলিতেই মিশে যাবে।
যত দেবে সেবা
ততই হবে পূণ্য,
নিজের সব বিলিয়ে দেবে
অসহায়ের জন্য।
যেমন করবে কর্ম
তেমন হবে মরণ
মাটির দেহ মাটি হবে
করবে না কেউ স্মরণ।
বেঁচে থাকতে করে যাবে
বাঁচিয়ে রাখার যুদ্ধ,
মৃত্যুর পরও রয়ে যাবে
তোমারই অস্তিত্ব।

একুশ তোমায়

মিলটন রোজারিও

একুশ তোমায় সালাম,
একুশ তোমার পথ ধরেই ভাষাকে আমার পেলাম।
একুশ তোমায় সালাম,
একুশ তোমার পথ ধরেই স্বাধীনতাকে আমার পেলাম।
একুশ তোমায় সালাম,
একুশ তোমার পথ ধরেই লাল সবুজের
পতাকা আমার পেলাম।
একুশ তোমায় সালাম,
একুশ তোমার পথ ধরেই বিশ্বের বুকে
মানচিত্র আমার পেলাম।
একুশ তোমায় সালাম.
একুশ তোমার পথ ধরেই আমার জাতির
পিতাকে পেলাম।

একুশ তুমি ভাষা দিয়েছো,
একুশ তুমি দেশ দিয়েছো,
একুশ তুমি স্বাধীনতা দিয়েছো,
একুশ তুমি লাল সবুজের পতাকা দিয়েছো,
একুশ তুমি বিশ্বের বুকে আমার দেশের
মানচিত্র দিয়েছো,
একুশ তুমি মহান জাতির জনক দিয়েছো।
একুশ তুমি সোনার বাংলা গড়ার মত মানুষ দাও,
একুশ তুমি আবার একটু রুষে ওঠে অগ্নিমূর্তি ধারণ কর,
একুশ তুমি দুর্নীতিবাজদের কঠিন হাতে ধ্বংস কর,
একুশ তুমি ঝল্‌সে ওঠে ধর্ষণকারীদের পুড়িয়ে মার,
একুশ তুমি কালবৈশাখী হয়ে
দেশদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন কর।

একুশ তোমায় লাখ সালাম শিশির ভোরে,
একুশ তোমায় রাখি যেন জনম জনম বুকে ধরে।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

নর্ভিনা অর্লিন গমেজ
সেন্ট তেরেজা স্কুল
৩য় শ্রেণি

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ও প্রার্থনার আহ্বান রাখেন কার্ডিনাল চার্লস বো

বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত মহামারী রূপ কভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) এর ভয়াবহতা কাটিয়ে ওঠতে প্রার্থনা ও সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আহ্বান করেছেন এশিয়ান কাথলিক বিশপস্ কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল চার্লস বো। তিনি বলেন, এই মারাত্মক ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি ও দেশের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা রইলো। এখনই মানবজাতির সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রদর্শনের সময়। পোপ মহোদয়ের 'প্রার্থনায় সমর্থন' উদ্যোগটিকে পুনরাবৃত্তি করে কার্ডিনাল মহোদয়ও বলেন, আমাদের প্রতিদিনকার প্রার্থনায় করোনাভাইরাস আক্রান্ত আমাদের ভাইবোনদেরকে স্মরণে এনে প্রার্থনা করি।

চীনের উহান শহরে এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব হয় এবং বর্তনামে বিশ্বব্যাপী ৮০ হাজারেরও বেশি মানুষ তাতে আক্রান্ত। শুধুমাত্র চীনেই ২.৬৬৩ জন মারা গেছেন। চীন ছাড়াও আরো ৪০টি দেশে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। ইয়াঙ্গুনের আর্চবিশপ কার্ডিনাল চার্লস বো করোনাভাইরাসের কারণে অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাবের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। করোনাভাইরাসটি সংক্রামক হওয়ায় অনেক দেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি আরোপ করেছে, যা পর্যটন খাতকে প্রভাবিত করবে। কার্ডিনালের মতানুসারে, দুর্যোগ বা সংকটময় মুহূর্তগুলো হলো দেশের সীমানা প্রাচীরের ঊর্ধ্বে ওঠে মানবতার বন্ধুত্ব স্থাপনের সময়। কিছু ভাল হৃদয়ের মানুষ বিভিন্ন মহাদেশে এই 'প্রশসংসীয় সহভাগিতা' প্রকাশ করছে। আমাদের মনে রাখতে হয়, জীবনের প্রভু জনগণকে সকল মন্দতা থেকে রক্ষা করেন। কার্ডিনাল বো জরুরীভাবে মানবজীবন থেকে অহংকার ও ধৃষ্টতা দূর করতে বলেন। রোগ বা দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা নম্রভাবে আমাদেরকে আমাদের ভঙ্গুরতা ও ক্ষয়শীলতার কথা বলে। আমাদের জীবনে সুপার পাওয়ার হলেন ঈশ্বর। কার্ডিনাল দুঃখ করে বলেন, অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অন্যায্যতার কারণে মানব জীবনের পবিত্রতা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। দুর্যোগসমূহ ও মহামারী রূপ ভাইরাস মানবতাকে পর্যায়ক্রমে স্মরণ করিয়ে দেয়, আমাদের শুধুমাত্র একটি গ্রহ আছে। এফএবিসি প্রেসিডেন্ট সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আমরা একসাথে টিকবো নতুবা পতিত হবো॥

সব সময়, তবে বিশেষভাবে কঠিন সময়ে মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করুন

গত রবিবার (২৩/০১) পোপ ফ্রান্সিস ইতালির বারিতে অবস্থিত সাধু নিকোলাসের বাসিলিকার ভূগর্ভে রক্ষিত সমাধিকক্ষে যান এবং সাধুর পুণ্য স্মৃতিচিহ্নে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। সাধুর পুণ্যস্মৃতি ১০৮৭ খ্রিস্টাব্দে বর্তমানের তুরস্কের মায়রা থেকে এনে বারিতে অবস্থিত এই বাসিলিকার বেদীর নীচে পবিত্রভাবে স্থাপন করা হয়। ডমিনিকান ফাদারগণ এই বাসিলিকা তত্ত্বাবধান করেন। বাসিলিকা পরিদর্শনের সময় তারা পোপকে সঙ্গ দান করেন। খ্রিস্টযাগের আগে পোপ মহোদয় বাসিলিকার সামনে খোলা চত্বরে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। কিছু সময়ের জন্য থেমে পোপ মহোদয় শিশুদের আশীর্বাদ করেন এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, শান্তির সীমান্ত - এ কাজে প্রার্থনাসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ দেন। পোপ মহোদয় বলেন, প্রার্থনা শক্তি বিশেষভাবে খ্রিস্টানসমাজের শক্তি হলো প্রার্থনা। পালকেরা প্রার্থনা করেন, কিন্তু তারা এই বিশেষ সময়ে অবশ্যই কাজ করবেন। তবে পালকেরা আপনাদের প্রার্থনা ও সঙ্গলাভে নিরাপদ অনুভব করেন। প্রার্থনার প্রেরণকর্মের জন্য, বিশেষভাবে মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করায় আপনাদেরকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পালকদের জন্য, মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করতে ভুলে যাবেন না। খারাপ সময়ে আমরা আরো বেশি করে প্রার্থনা করি, কেননা প্রভু সমস্যা সমাধান করতে অবশ্যই আসবেন। মা মারীয়া যিনি জীবনে সমসময় প্রার্থনা করতেন শেষ আশীর্বাদের আগে পোপ মহোদয় তাঁকে স্মরণ করেন।

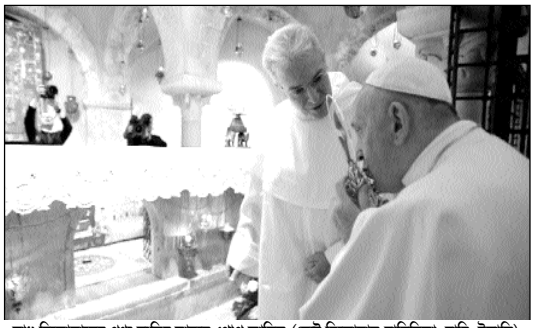

সাধু নিকোলাসের পুণ্য স্মৃতির সামনে পোপ ফ্রান্সিস (সেন্ট নিকোলাস বাসিলিকা, বারি, ইতালি)

অনন্ত যাত্রায় আমাদের প্রাণপ্রিয় বাবার ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী

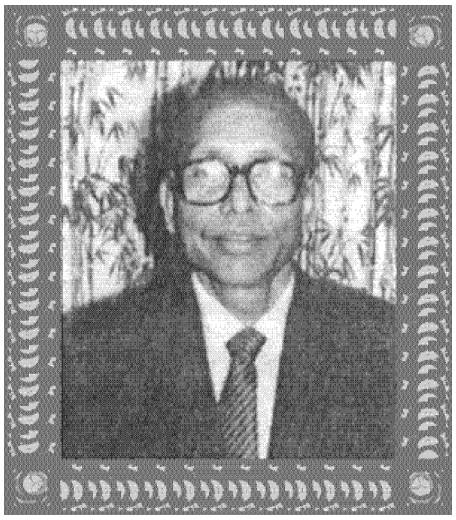

প্রয়াত প্যাট্রিক গমেজ

জন্ম : ৫ মার্চ, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ

রাজনগর, রাঙ্গামাটিয়া

মহাঘুমে জাগনী এখনো বাবা
তোমার শূন্যতা খুঁজি মোরা,
দিনক্ষণ প্রতিটি মোড়ে
ব্যথায় অন্তর কেঁদে মরে।।
সুখের দিনে তুমি নেই
কত কষ্ট করেছ জানিনে,
বিশ্বাস তুমি আছ ঊর্ধ্বে
স্বর্গরাজ্যে পিতার স্থানে।।

প্রিয় বাবা,

সময়ের স্রোতধারায় ২৮টি বছর মিলিয়ে গেল। পৃথিবীর চির আবর্তনে তুমি এসেছিলে আমাদের একান্ত কাছে, অতি আপনজন হয়ে। আবারও ফিরে এলো বেদনা বিধুর সেই ১৮ ফেব্রুয়ারি, যেদিন তুমি আমাদের শূন্য করে, কাঁদিয়ে চলে গেলে পরম পিতার কাছে। বাবা তুমি নেই, মাকে নিয়ে আমরা পাঁচ ভাই-বোন আমাদের সংসার নিয়ে এগিয়ে চলছি।

স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার জীবনাদর্শ ও দিক নির্দেশনাকে সামনে রেখে পবিত্রভাবে জীবনযাপন করতে পারি।

করুণাময় সৃষ্টিকর্তা পিতা ও স্নেহময়ী মায়ের কাছে আমাদের সকলের প্রতিনিয়ত প্রার্থনা তিনি যেন তোমার আত্মাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে চিরশান্তি দান করেন।

পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : ছবি গমেজ

বিপ/৬৮/২০

কাফরুল ধর্মপল্লীতে "প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ গ্রহণ এবং জুবিলী উৎসব উদ্‌যাপন"

হেলেন সমদ্দার ▮ গত ২৫ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার, সকাল ৮:৩০ মিনিটে কাফরুল ধর্মপল্লীতে "প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ গ্রহণ এবং জুবিলী উৎসব উদ্‌যাপন" করা হয়। খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। খ্রিস্টযাগে ৩০জন ছেলে-মেয়ে খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ গ্রহণ করে। একইদিনে ধর্মপল্লীর প্রাক্তন পাল-পুরোহিত ফাদার বিমল ফ্রান্সিস গমেজ এবং কাফরুলের সুসন্তান ফাদার স্ট্যানলী গমেজ আদি ও সেন্ট ভিনসেন্ট ডি'পল প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার মেরী জয়া এসএমআরএ'র ২৫ বছরের জুবিলী এবং সিস্টার মেরী এমিলি এসএমআরএ'র ৫০ বছরের জুবিলী ও সিস্টার মেরী শান্তনী এসএমআরএ'র চিরব্রত গ্রহণের জন্য জুবিলী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ধর্মপল্লীর প্রাক্তন পাল-পুরোহিত ফাদার লেনার্ড পি রোজারিও ও ফাদার আগষ্টিন কুজুর টিওআর এবং স্থানীয় ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ।

খ্রিস্টযাগ শেষে খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ প্রার্থীদের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান ও তাদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। সেই সাথে জুবিলী পালনকারী ফাদার ও সিস্টারদের ধর্মপল্লীর বিভিন্ন সংঘ থেকে ও ব্যক্তিগতভাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও উপহার প্রদানের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ ▮ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে শিশুমঙ্গল সম্মেলন শুরু হয়। 'ঈশ্বরের সেবক' আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শিশুমঙ্গল সম্মেলনে মূলভাব ছিল "'ঈশ্বরের সেবক' আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী ও গৃহ মণ্ডলী"। উক্ত সম্মেলনে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর বিষয়ে সহভাগিতা করেন সিস্টার সাধনা এসএমআরএ। এছাড়াও আর্চবিশপের জীবনীর ওপর ভিডিও চিত্র প্রদর্শনী, শ্রেণীভিত্তিক অঙ্কন প্রতিযোগিতা, বাইবেল কুইজ, গ্রামভিত্তিক বিচিত্রা অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণীর আয়োজন করা হয়। শিশুমঙ্গল সম্মেলনের শেষে পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ শিশুমঙ্গল সম্মেলনে সক্রিয় সহযোগিতার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি শিশুদের আরও বেশি যত্ন নেওয়ার আহ্বান জানান। এরপর দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে শিশুমঙ্গল সম্মেলন সমাপ্তি ঘটে। উক্ত সম্মেলনে শিশু, শিশু এনিমেটর, সিস্টার এবং ফাদার সহ প্রায় ২৩০জন অংশগ্রহণ করে॥

মাটিভাংগা কোয়াজি প্যারিসে রোজারি মিনিস্ট্রি এবং শান্তি রাণী মারিয়া সংঘের গঠন সেমিনার

ফাদার মুকুল আন্তনী মন্ডল ▮ গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, সারাদিনব্যাপী ৪০জন নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে শান্তির রাণী কোয়াজি ধর্মপল্লীতে, পটুয়াখালীতে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের মূলসুর ছিল "রোজারি মিনিস্ট্রি এবং মারীয়া সংঘের গঠন সেমিনার"। ফাদার মুকুল আন্তনী মন্ডল কর্তৃক উৎসর্গকৃত খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে সেমিনার শুরু করা হয়। তিনি বলেন, যিশু আমাদের নির্দেশ দেন যেন, কুমারী মারীয়ার সাথে জপমালা করে আমরা খ্রিস্টের অনুসারী হই। খ্রিস্টের নির্দেশ অনুসারে যদি আমরা তার কথা শুনি এবং

জীবন-যাপন করতে পারি, তাহলেই আমরা খ্রিস্টের মারীয়ার দল হিসেবে মারীয়া সংঘ গঠন করতে পারবো, মাতামণ্ডলীতে সন্তান, পরিবার ও সমাজ গঠনে মারীয়া সংঘ আবশ্যক। এরপর রোজারিমালার ইতিহাস, মালা প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা এবং আধ্যাত্মিকতার ওপর উপস্থাপন করেন সিস্টার বীনু এলএসসি এবং সহযোগিতা করেন সিস্টার মমতা পালমা এলএইচসি। তৃতীয় সেশনে মারিয়া সংঘের গঠন প্রণালী এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপস্থাপন করেন সিস্টার বীনু। তার উপস্থাপনার উপর ভিত্তি করে মাটিভাংগা কোয়াজি ধর্মপল্লীতে প্রথমবারের মতো মারিয়া সংঘ গঠন করা হয়। দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে সেমিনার সমাপ্ত হয়॥

খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস পালন

রবার্ট গনসালভেছ ▮ গত ৯ ফেব্রুয়ারি ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে প্রেরিত শিষ্য সাধু যোহনের ধর্মপল্লী, খাগড়াছড়ির মফস্বল এলাকার ও মাটিরাঙ্গার দলদলিয়া ত্রিপুরা পাড়ায় শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠান শুরু হয়। উক্ত দিবসের মুলভাব ছিল- ''আমাদের শিশুদের জীবনে ভবিষ্যতের চেয়ে বর্তমানের গুরুত্ব বেশি।'' এ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শিশু পরিচর্যা সেবাযত্ন ও ভালবাসা দিয়ে পরিবারের পিতা-মাতাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

শিশুমঙ্গল সমাবেশে যথাক্রমে কুলিপাড়ায় ৫০জন শিশু ও দলদলিয়া পাড়ায় ৫৭জন শিশু অংশগ্রহণ করে। খাগড়াছড়ি মিশনের কর্মরত পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের সিস্টার সেমিতা নকরেক সিএসসি, ফাদার রবার্ট গনসালভেছ, স্থানীয় প্রচারক ও মাস্টারদের সঙ্গে সুশৃঙ্খল গঠনমূলক ও অনুপ্রেরণামূলক গান শিক্ষা, প্রার্থনা শিক্ষা ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ফাদার রবার্ট গনসালভেছ পবিত্র খ্রিস্টযাগে শিশুদের বর্তমান পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা, সীমিত শিক্ষার সুযোগ ব্যবহার ও যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পালনের প্রয়োজনীয়তা এবং শিশুদের বিশ্বাসের জীবনে আনন্দ, প্রার্থনা ও সহভাগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। তিনি আরো বলেন, বলেন যে, বর্তমানকালের শিশুদের ভালবাসা ও স্নেহ-আদর দিয়ে অধিকার ও মর্যাদা দিতে হবে।

পরিশেষে, শিশুদল মোমবাতি প্রজ্বলন করে মণ্ডলীতে ভবিষ্যতে বড় হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করে। সবশেষে সকলে দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে উক্ত দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়॥

"কালব্" বরেন্দ্র চলন 'খ' এর নব নির্বাচিত ডিরেক্টরকে সংবর্ধনা প্রদান

কামনা কস্তা ▮ গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে দি কো অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিমিটেড (কালব) বরেন্দ্র চলন 'খ' এর নব নির্বাচিত ডিরেক্টর বাবলু রেনাতোষ কোড়াইয়াকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

উক্ত সংর্বধনা অনুষ্ঠানে গগন রোজারিও'র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত এবং উপদেষ্টা ফাদার এ্যাপোলো এল রোজারিও সিএসসি, বিশেষ অতিথি কালব্ এর পাবনা জেলা ব্যবস্থাপক মোঃ কুরবান আলী, বনপাড়া ক্রেডিট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও বরেন্দ্র চলন 'খ' এর নব নির্বাচিত ডিরেক্টর বাবলু রেনাতোষ কোড়াইয়া, ফৈলজানা ধর্মপল্লীর সহকারী পুরোহিত ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি সহ আরো উপস্থিত ছিলেন ক্রেডিট ইউনিয়নের পরিচালনা পর্ষদ, প্রাক্তন সভাপতিগণ, কর্মকর্তা কর্মচারী ও সদস্যবৃন্দ।

সভাপতি গগন রোজারিও'র স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সংর্বধনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ফাদার এ্যাপোলো বলেন, "খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নে নৈতিকতা বা মূল্যবোধ একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। জীবনে সৎ থাকতে হলে সংগ্রাম করতে হয়, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে

হয়। বাবলু কোড়াইয়াও যেন এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ নিয়ে।"

বাবলু কোড়াইয়া বলেন, "ডিরেক্টর পদকে আমি ক্ষমতা মনে করি না, এটাকে আমি দায়িত্ব মনে করি। এই দায়িত্বভার যেন সুন্দরভাবে পালন করে যেতে পারি। আপনাদের সাথে নিয়ে, আপনাদের পাশে থেকে ভবিষ্যতে ও কাজ করে যেতে চাই।" বরেন্দ্র চলন 'খ' এর অধীনস্ত ৬টি জেলার ৯১টি সমবায় সমিতির প্রতিনিধিত্ব করবেন বাবলু রেনাতোষ কোড়াইয়া। গত ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর ঢাকার সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত কালব্ নির্বাচনে বরেন্দ্র চলন 'খ' এর ডিরেক্টর পদে জয়লাভ করেন বাবলু রেনাতোষ কোড়াইয়া॥

ফার্মগেটে অভ্যন্তরীণ অভিবাসীদের সাথে পরামর্শ সভা

রবি রোজারিও ▮ ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস আইএমডিসি প্রকল্পের উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ অভিবাসী জনগণের সাথে কর্মরত কর্মীদের নিয়ে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন ডেভিড হেমব্রম, জুয়েল পি রিবেরু, আরিফা নাজনিন, মো: মেহফুজুর রহমান, নারায়ন চন্দ্র মজুমদার এবং বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধি, নেতৃবৃন্দ এবং ষ্টাফবৃন্দ ।

রবি রোজারিও'র সর্বজনীন প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সভা আরম্ভ হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আরিফা নাজনীন ইন-চার্জ (কারিতাস সেইফ প্রকল্প)। তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে সভার তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত করেন এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। সভার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন ডেভিড হেমব্রম (ডিআইপি) কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিস। তিনি কারিতাস আইএমডিসি প্রকল্পের চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আইএমডিসি প্রকল্প আইসিটি সেবার পাশাপাশি নিরাপদ অভিবাসন বিষয়েও সেবা প্রদান করে থাকে। প্রথমে আইএমডিসি প্রকল্প দেশের বাইরে যারা যায় তাদের নিয়ে কাজ শুরু করলেও বর্তমানে অভ্যন্তরীণ অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করছে। তিনি অভ্যন্তরীণ অভিবাসীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন এবং সমস্যা

সমাধানের জন্য বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতা কামনা করেন। পরে শুভেচ্ছা প্রদান ও নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনা করেন জুয়েল পি রিবেরু আঞ্চলিক ফোকাল পার্সন (আইএমডিসি) কারিতাস ঢাকা অঞ্চল। তিনি আইএমডিসি প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রকল্পের চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম, বিদেশ যাবার পূর্ব প্রস্তুতি, বিদেশ গিয়ে কি করা উচিত ও কি করা উচিত নয় ও বিদেশে গিয়ে বিপদে পড়লে প্রাথমিক করণীয় ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরে তিনি অভ্যন্তরীণ অভিবাসীদের বিভিন্ন অসুবিধার কথা বলেন ও মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে অভ্যন্তরীণ অভিবাসীদের বিভিন্ন ভিডিও ক্লিপ প্রর্দশন করেন। পরে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন এবং মুক্ত আলোচনায় সকলে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

পরিশেষে, সভাপতি রবি রোজারিও অভ্যন্তরীণ অভিবাসীদের সমস্যা সমাধানে একসাথে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

ফ্ল্যাট বুকিং চলছে

নিরিবিলি ও মনোরম খোলামেলা পরিবেশে ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রাণকেন্দ্রে আকর্ষণীয় মূল্যে ফ্ল্যাট বুকিং চলছে।

ফ্ল্যাটের আয়তন ঃ

মনিপুরীপাড়া ঃ ৬৬৪, ১৩২৮, ১২৪৩, ১২৬২, ১৯৮৮ বর্গফুট।
তেজকুনিপাড়া ঃ ১৩৫৮ বর্গফুট।
রাজাবাজার ঃ ১০০৫ বর্গফুট।
মিরপুর, সেনপাড়া পর্বতা ঃ ১৪৫০ বর্গফুট।

ফ্ল্যাটের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

৩টি বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, ৪টি বাথ-কাম-টয়লেট, ৪টি বারান্দা ও রান্নাঘর। লিফ্ট, জেনারেটর ও কার পার্কিং সুবিধা আছে।

জমি আবশ্যক

মিরপুর সেনপাড়া-পর্বতা, রাজাবাজার, মনিপুরিপাড়া, তেজকুনিপাড়া ও ফার্মগেইট এলাকায় বিল্ডিং নির্মাণের জন্য জমি প্রয়োজন। ডেভলোপারকে জমি দিতে আগ্রহী শুধুমাত্র খ্রিস্টান জমির মালিকগণকে নিম্নের ঠিকানায় অতি সত্বর যোগাযোগ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা হলো।

SREEJA A.R. BUILDERS LIMITED

Jewel Gomes
Managing Director

105/12-A, Monipuripara, Tejgaon, Dhaka- 1215
Contact: +880-1721454959, +880-171653 0174

বিজ্ঞ/৩১/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে **'প্রতিবেশী পরিবার'**। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

– : গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : –

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
  গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে/বিকাশের মাধ্যমে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে **THE PRATIBESHI** নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।
- স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

বিকাশ নাম্বার : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

ডাক মাসুলসহ বার্ষিক চাঁদা	
বাংলাদেশ	..... ৩০০ টাকা
ভারত	.....ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	.....ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	..... ইউএস ডলার ৬৫

BOOK POST

পরমদেশে যাত্রার সপ্তম বর্ষ

"তমসার ঐ পরপারে চির জ্যোতির মাঝারে
পরম পিতার স্নেহ-বক্ষে তুমি আছ।"

প্রিয় লিলি,

সময়ের আবহে সাতটি বছর চলে গেল। তুমি আজ আমাদের মাঝে নেই, ভাবতেই চারিদিকে বিশাল এক শূন্যতা ও অন্ধকার অনুভূত হয়। বিগত ৪ মার্চ, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে সোমবার বিকাল ৩:৫০ মিনিটে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে আমাদের ছেড়ে পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে চির নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে চলে গেলে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে স্বর্গলোকের সেই পরমদেশে। আমাদের জীবনে তোমার অভাব অপূরণীয়। দীর্ঘদিন এত অসুস্থতার মধ্যেও নিজের কথা চিন্তা না করে সর্বদায় আত্মীয়স্বজন ও অন্যের মঙ্গলের জন্য চিন্তা ও প্রার্থনায় নিমগ্ন ছিলে। তোমার সহজসরল প্রার্থনাশীল জীবন, বিনয়ী ইতিবাচক মনোভাব, দরিদ্রদের প্রতিনিয়ত সাহায্য সহযোগিতা, সহানুভূতিশীল ও পারিবারিক শিক্ষা-উপদেশ সবাইকেই আকৃষ্ট করতো। স্বর্গ হতে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো আমরা যেন তোমারই আদর্শে প্রতিনিয়ত সুন্দর জীবন যাপন করতে পারি। সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর তোমার আত্মার চির শান্তি দান করুন। আমেন।

প্রয়াত লিলি মিরেন্ডা রোজারিও

জন্ম : ১ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ মার্চ, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

– শোকার্ত –
স্বামী : বাদল বেঞ্জামিন রোজারিও
মেয়ে : লিভা, লিমা ও লিন্ডা রোজারিও
মেয়ে জামাই : কেনেট, অনাদি ও নালাকা
নাতীন : পুষ্পিতা, ভিউলা ও জেনিসা
তেজকুনীপাড়া, ঢাকা (করান, নাগরী)।

বিজ্ঞ/৬২/২০

আরএনডিএম সিস্টারদের পক্ষ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ

"তোমরা জগতের সর্বত্র যাও বিশ্বসৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার"। (মার্ক - ১৬:১৫)

স্নেহের বোনেরা,

তোমাদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। তোমরা নিশ্চয় নিজেদের জীবন আহ্বান নিয়ে ভাবছো। ঈশ্বরের সেই ভালবাসার ঐশ আহ্বানে সাড়া দানে তোমাদের সহযোগিতা করতে আমরা **আওয়ার লেডি অফ দ্য মিশনস (আরএনডিএম) সিস্টারগণ আগামী ৬ মার্চ হতে ১২ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত আরএনডিএম ট্রিনিটি ফরমেশন হাউজ মোহম্মদপুরে "এসো দেখে যাও" কর্মসূচি গ্রহণ করতে যাচ্ছি।** এই কর্মসূচিতে যোগদান করে ঐশ আহ্বান আরও স্পষ্ট করে বুঝতে ও সেই আহ্বানে সাড়া দিতে আগ্রহী এসএসসি ও তদূর্ধ্বে পড়াশুনারত সকল ছাত্রীদের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করছি।

আগমন : ৬ মার্চ, ২০২০ (ঢাকা মোহাম্মদপুর, সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
প্রস্থান : ১২ মার্চ ২০২০
রেজিষ্ট্রেশন ফি : ৫০০ টাকা মাত্র।

যোগাযোগের ঠিকানা -

সিস্টার সুবর্ণা লুসিয়া ক্রুশ আরএনডিএম (০১৬২০৫১৪৮৮৪)
সেন্ট স্কলাসটিকাস কনভেন্ট
ব্যান্ডেল রোড-৪০০০
পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম

সিস্টার সাথী ফ্লোরেন্স কস্তা আরএনডিএম (০১৭২২৭৫১২৬৫)
প্রযত্নে: ট্রিনিটি ফরমেশন হাউজ
গ্রীন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
২৪, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

বিজ্ঞ/৬০/২০

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: www.wklypratibeshi.org